মুসলিম গণহত্যা: ক্ষমা চাইলেন প্রাক্তন থাই প্রধানমন্ত্রী

সারে-জমিন

জেইই (মেইন) ২০২৫-এ আল-আমীনের সন্তোষজনক সাফল্য

রূপসী বাংলা

আফগান তালিবান ও সৌদি আরবের সম্পর্ক কি নতুন মোড়

সম্পাদকীয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য মোস্তাক হোসেন ভবন বহরমপুরে

সাধারণ

মোহনবাগান আইএসএল-এ নতুন ইতিহাস গড়ল

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১২ ফাল্গুন ১৪৩১
২৬ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 55 ■ Daily APONZONE ■ 25 February 2025 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

এপ্রিলে মোদি-ইউনুস বৈঠক হবে থাইল্যান্ডে!

আপনজন ডেস্ক: আগামী ৩-৪ এপ্রিল থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় ষষ্ঠ বিমসটেক (বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টোরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

৪ এপ্রিল হবে উপ-আঞ্চলিক জোটের প্রধান সম্মেলনের দিন। মোদি ও ইউনূসের মধ্যে বৈঠকের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তবে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা নেই।

মোদি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য থাইল্যান্ড ভ্রমণ করবেন, যা এর আগে গত বছরের ৩-৪ সেপ্টেম্বর হওয়ার কথা ছিল তবে আয়োজক দেশে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কারণে তা স্থগিত করা হয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে সার্ক মূলত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার পর ভারত বিমসটেককে একটি মডেল আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে প্রচার করছে।

শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের পর ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকে।

মাস্কাটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠকের কয়েকদিন পর রবিবার এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর ভারতের প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের বৈরী মনোভাব এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর চলমান হামলা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে এবং আমরা আমাদের উদ্বেগ উত্থাপন করেছি। জয়শঙ্করও একই অনুষ্ঠানে ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশ্য সমালোচনার জবাবও দিয়েছিলেন এবং এটিকে পরস্পরবিরোধী এবং অনুৎপাদনশীল বলে অভিহিত করেছিলেন।

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক

সরকারি হাসপাতালে ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: চিকিৎসকদের জন্য সুখবর। এবার ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি-দের ভাতা ১০ হাজার টাকা করে বাড়ানো ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেইসঙ্গে রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। সোমবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক থেকে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেই আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন চিকিৎসকরা।

বলা বাহুল্য, সোমবার ডাক্তারদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধন ধান্য স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয় বৈঠকের। সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের চিকিৎসকরা সহ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকেই চিকিৎসকদের ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, স্পেশালিস্ট চিকিৎসকদের বেতন বাড়ল ২৫ হাজার টাকা। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট-পিজি ট্রেনিদেরও স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি করা হবে ১০ হাজার টাকা। সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের বেতন বাড়ল ১৫ হাজার টাকা। চিকিৎসকেরা ন্যূনতম ৮ ঘণ্টা করে দিন।

সেইসঙ্গে মমতা আরও জানান, চিকিৎসা মানেই সেবা, তাদেরকে জানাই স্যালুট। তাই চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করতে যেতে পারবেন ৩০ কিমি এলাকা পর্যন্ত, আগে এটি ছিল ২০ কিমি। স্যালাইন কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত জুনিয়র চিকিৎসকদের সাসপেনশন তুলে নেওয়া হল। এখন হাসপাতালের সুরক্ষা বাড়ানো হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বিশেষ সম্মেলন থেকে চিকিৎসকদের একাধিক সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে ওবিসি মামলা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ের নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে। কারণ ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে একটা মামলা করা হয়েছে। তবুও ৪ লক্ষ ৪২ হাজার মানুষকে টেলি মেডিসিন মাধ্যমে সেবা দেওয়া হয়েছে।'

সেইসঙ্গে স্বাস্থ্য কাঠামো নিয়ে মুখ খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বাম আমলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তলানিতে ঠেকেছিল। তৃণমূল সরকারের আমলে ৪০ হাজার বেড বেড়েছে। রাজ্যে আরও পাঁচ হাজার প্যারা মেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ হবে। ডেঙ্গি, কালাজ্বর টিকায় বাংলা ১ নম্বরে। সেই সঙ্গে ২৬ হাজার নার্সিং এবং এমবিবিএসে ৪ হাজার ৩৪৫ সিট বেড়েছে। এখন রাজ্যের স্বাস্থ্য কাঠামোর উন্নতি হয়েছে। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে মমতা বলেন, মহিলা চিকিৎসকদের জন্য হস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে। হাসপাতালের সুরক্ষা বাড়িয়েছি। এবার থেকে হাসপাতালে সুরক্ষার দায়িত্বে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নিয়োগের ভাবনা নেওয়া হয়েছে। মানুষদের কাছে চিকিৎসকদের অবদান অপরিসীম। চিকিৎসকদের রাজনীতির কোন রঙ নেই। তাঁরা মানবতার মুখ।

এএসআইয়ের সম্মতি ছাড়া সম্ভল মসজিদ সাজানো যাবে না!

আপনজন ডেস্ক: শাহি জামা মসজিদ কর্তৃপক্ষ রমজানের আগে মসজিদটি নতুন করে সাজানোর জন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই) এর অনুমতি চেয়েছিল, সোমবার সম্ভল প্রশাসন বলেছে যে এজেন্সির অনুমোদন ছাড়া কোনও কাজ করা উচিত নয়। শাহি জামা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জাফর আলি রবিবার সাংবাদিকদের বলেন, রমজানের আগে মসজিদ পরিষ্কার, রঙ ও সাজসজ্জার অনুমতি চেয়ে এএসআইকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এএসআইকে দেওয়া ম্যানেজমেন্ট কমিটির চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সম্ভলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজেন্দ্র পেনসিয়া সাংবাদিকদের বলেন যে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং সম্পত্তিটি এএসআই-এর।

তিনি বলেন, "এএসআইকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা বলেছি, যতক্ষণ না এএসআই অনুমতি দিচ্ছে, ততক্ষণ মসজিদে কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই। এ ধরনের বিতর্কিত স্থাপনা রং করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তারপরও এএসআইকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে কিছুই নেই। চিঠিতে ম্যানেজমেন্ট কমিটি জোর দিয়ে বলেছে, এএসআই-এর কোনও আপত্তি ছাড়াই রমজানের আগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মসজিদটি পরিষ্কার ও সাজসজ্জা করা হয়েছে।

তবে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কমিটি এ বার অনুমতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আলী বলেছিলেন যে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অব্যাহত রাখতে পরিচালনা কমিটি আনুষ্ঠানিক অনুমোদন চাইছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে এএসআই অনুমতি দেবে। মুঘল আমলের মসজিদটি একটি জরিপ চলাকালীন সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার পরে ঘটনাটি সংবাদ শিরোনামে আসে, যখন বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে ও বহু মানুষ আহত হন।

TARGET POINT (R) SCHOOL [H.S.]

P.O.- Haruchak (Sahabajpur), P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda Recognized By: WBBSE, Index No. R-1-283

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ড র‍্যাঙ্কার্স ২০২৪

মোহাঃ সাহাবুদ্দিন আলি
৬ষ্ঠ ৬৮৮

আমিনুল ইসলাম
৯ম ৬৮৫

বিশাল চন্দ্র মন্ডল
৯ম ৬৮৫

বিশাল মন্ডল
১০ম ৬৮৪

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ড র‍্যাঙ্কার্স ২০২৩

গোলাস মাসুদ বিশ্বাস
৭তম ৬৮৬

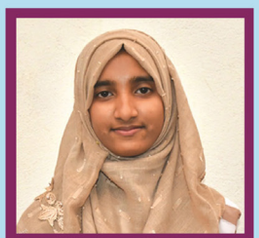
আফিয়া আকিলা
৮তম ৬৮৫

ফারহিন আখতার
৮তম ৬৮৫

সুমাইয়া সুলতানা
১০তম ৬৮৩

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ড র‍্যাঙ্কার্স ২০২১

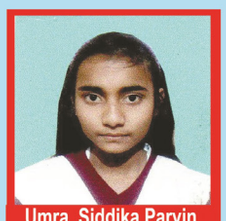
Umra Siddika Parvin
(2021 Board 1st)

Saini Siddika Mandal
(2021 Board 1st)

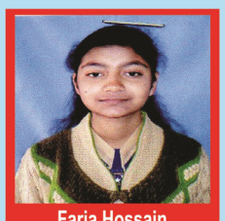
Faria Hossain
(2021 Board 2nd)

Md Usuf Ali
(2021 Board 3rd)

Kabir Moinuddin Chisty
(2021 Board 4th)

Intekhab Alam
(2021 Board 5th)

Ojair Ahsan
(2021 Board 5th)

Fariha Hossain
(2021 Board 6th)

Marium Khatun
(2021 Board 6th)

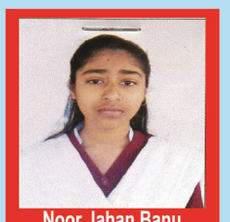
Noor Jahan Banu
(2021 Board 7th)

Sahenewaz Aktar
(2021 Board 7th)

MD NAJME ALAM
(2021 Board 10th)

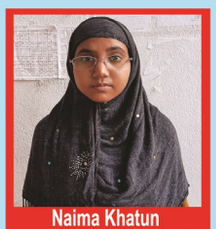
Naima Khatun
(2021 Board 9th)

Mahammadul Hasan
(2021 Board 10th)

ADMISSION TEST
For Class - XI (Sc.)
27th Feb. 2025

নাজনিন আজাদ
বোর্ডে ৮ম স্থান
২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকে

রাফিকুল হাসান
বোর্ডে ৯ম স্থান
২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকে

তামান্না ফিরদৌস
বোর্ডে ১০ম স্থান
২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকে

প্রথম নজর

ক্যান্সার আক্রান্তের পাশে নেতা

রঙ্গীলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: ক্যান্সার আক্রান্ত মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের অন্তর্গত সাবলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাটিতারা গ্রামর এক অসহায় দিনমজুর 'সমর বাগদি'। দুই মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে কোনরকমে চলা সংসারে স্ত্রী শেফালী বাগদি আক্রান্ত হয়েছে ক্যান্সারে, গত ৯মাস হয়েছে ক্যান্সার ধরা পড়ার তারপর থেকেই চিকিৎসা খরচ যোগাতে একের পর এক জিনিস সর্বস্বই চলে গিয়েছে। বাকি ছিল বসতবাড়ি টুকু সেটুকুও বিক্রি হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি বাড়িতে কিনেছেন দয়া করে কিছুদিন থাকতে দিয়েছেন যতদিন অসুস্থ হয়ে আছেন। এমন অবস্থায় একাধিক দরজায় দরজায় ঘুরে সাহায্য চেয়েছেন অসহায় সমর বাগদি। এই অসহায়ের কথা শুনেই আজ তার বাড়িতে বেশ কিছু খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহ তৃণমূল সাংসদ রথা জাতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের পক্ষ থেকে ওই মহিলা চিকিৎসা খরচের আশ্বাস দেন তৃণমূল নেতা মাহে আলম।

সাগরপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট যুবক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ২২ বছরের এক তরতাজা যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সাগর পাড়া থানার খয়রামারি অঞ্চলের বাগিচাপাড়া মাঠপাড়া গ্রামে।

মৃত যুবকের নাম সাহাবুল মোল্লা (২২) ।

পরিবার সূত্রে জানাযায় বাংলা আবাস যোজনার ঘর করছে আর সেই ঘরের ওয়ালে জল দেওয়ার মোটারের জন্য বিদ্যুতের লাইন মিটারে যুক্ত করতে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয় সাহাবুল,তখনই পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ।ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জেইই (মেইন) ২০২৫-এ আল-আমীনের সন্তোষজনক সাফল্য

ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্সের সোপানে এক ঝাঁক কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

সায়ীদ হোসেন

ইমতিয়াজুদ্দিন সেখ

সেখ আতাউল রহমান

সেখ ফাহিম রুমান

আপনজন: রাজ্যের সংখ্যালঘু সমাজে একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে, আল আমীন মিশনের কৃতী পড়ুয়া মানেই তাদের প্রথম পছন্দ ডাক্তারি পড়া। আল আমীন মিশনের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার বাসনা থাকলে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পেশাভিত্তিক কোর্সেও তাদের আগ্রহ বাড়ছে। আর তাদের সেই ইচ্ছাকে বাস্তাবয়িত করতে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ছাড়া ডব্লুবিসিএস-এর প্রশিক্ষণ যেমন দিয়ে চলেছে আল আমীন মিশন তেমনি ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তারই ফলশ্রুতিতে জেইই (মেইন) ২০২৫-এ সন্তোষজনক ফল করল আল আমীন মিশনের পড়ুয়ারা। এবছর এনটিএ পরিচালিত জেইই মেন সেশন ১-এর ফলাফলে আল-আমীন মিশনের সন্তোষজনক ফল হয়েছে। পরীক্ষাটি ২২, ২৩, ২৪, ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। স্নাতকস্তরের সর্ব ভারতীয় বি. ই. ও বি. টেক.-এর প্রবেশিকা পরীক্ষার সদয় প্রকাশিত রেজাল্টে আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে কোচবিহার জেলার জেলার কোতয়ালি থানার খারিজা ফুলেশ্বরী গ্রামের সায়ীদ হোসেন। তার এনটিএ স্কোর ৯৮.১৮৬৫। সায়ীদের আব্বা মহ. ইয়াহিয়া হোসেন একজন ব্যবসায়ী ও মা বিউটি খাতুন বিবি শিক্ষিকা। তার এক দাদা আবু জাহিদ হোসেন মিশনের প্রাক্তন ছাত্র। ২০২৩-এ মাধ্যমিকে ৯৪.২ শতাংশ নম্বর পায় সায়ীদ। ওই বছরই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে মিশনের খলতপুর শাখায় একাদশ শ্রেনিতে ভর্তি হয় । ২০২৫-এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সায়ীদ এই সাফল্যে উৎসাহিত। আব্বা-মা ছাড়াও খলতপুরের শিক্ষক ও আধিকারিকদের সারাক্ষণ পাশে থাকা এই সাফল্যের কারণ বলে সে জানায়। ভবিষ্যতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী সায়ীদ। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার সাঁওতাপাড়া গ্রামের ইমতিয়াজুদ্দীন সেখ এনটিএ স্কোর ৯৬.৩৩৭২ করে মিশনে দ্বিতীয় হয়েছে। তার আব্বা মুর্শিদ আলম কৃষিজীবী মানুষ এবং মা রাবেয়া খাতুন শিক্ষিকা। তারা যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক পাস ও গ্র্যাজুয়েট। তার দিদি জাহেদা বেগম মিশনের প্রাক্তনী। বর্তমানে মেডিকেল কলেজে পড়ছে। মিশনের মহম্মদপুর শাখায় পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয় ইমতিয়াজউদ্দীন। ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর নিয়ে ২০২৩-এ মাধ্যমিক পাস করে। বর্তমানে খলতপুর শাখার ছাত্র। এই রেজাল্টে খুশি হলেও আরও একটু বেশি নম্বরের প্রত্যাশা করেছিল সে। বিশেষকরে গণিতের স্কোর আশানুরূপ হয়নি। গল্পের বই পড়তে সে ভালবাসে। তার ইচ্ছে এ.আই. ও মেশিন লার্নিঙের সঙ্গে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়ার। খলতপুর শাখার স্থায়ী শিক্ষকদের কাছে সমস্যা সমাধানের অনুশীলনই তার সাফল্যের কারণ বলে জানায় সে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ফল করেছে বীরভূমের নানুর থানার গোপডিহি গ্রামের সেখ আতাউল রহমান এবং কলকাতার মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা সেখ ফাহিম রুমান। তাদের এনটিএ স্কোর যথাক্রমে ৯৫.৯০০৮ ও ৯৪.৯৫৭১ । সেখ আতাউল রহমানের মিশন পরিবারে অন্তর্ভুক্তি ঘটে পঞ্চম শ্রেণিতে পাপুড়ি শাখায়। ২০২৩-এ ওই শাখা থেকেই ৯১ শতাংশ নম্বর পায় মাধ্যমিক পরীক্ষায়। একাদশ শ্রেণিতে সে চলে আসে খলতপুর ক্যাম্পাসে। আতাউলের আব্বা কামরুল হাসান সেখের পেশা কৃষিকাজ এবং মা শোভা বেগম গৃহকর্ত্রী। সামান্য আয়ের পরিবারের মেধাবী আতাউলকে মিশন কর্তৃপক্ষ খুবই কম মাসিক বেতনে মিশনে ভর্তি করে নেয়। তার এই সাফল্যে খুশির পাশাপাশি আতাউল মিশনের শিক্ষক ও পরিচালকদের প্রতি কৃতজ্ঞও। সে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তে আগ্রহী। বিজ্ঞানের বিভাগের ছাত্র হওয়ায় সময়াভাব প্রবল, তবে ভবিষ্যতে সে গল্প লিখতে আগ্রহী। সেখ ফাহীম রুমানের আব্বা স্নাতক সেখ বরজাহান একজন ব্যবসায়ী। গৃহকর্ত্রী মা জাসমিন খাতুন উচ্চ মাধ্যমিক পাস। ফাহীম অষ্টম শ্রেণিতে খলতপুর শাখায় ভর্তি হয়ে ২০২৩-এ মাধ্যমিক পাস করে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৫.৪ শতাংশ। একাদশ শ্রেণি থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং ও নিট-এর প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মগ্ন হয়ে ওঠে ফাহীম। পাশাপাশি এ বছর তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও। সে জানায়, আশা করেছিলাম পরীক্ষা ভাল হয়েছে কিন্তু এতো ভাল হবে ভাবতে পারিনি। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তার পছন্দের বিষয়। আব্বা-মার পাশে থাকা, শিক্ষকদের গাইড এবং মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম স্যারের তত্ত্বাবধানের ফল এই রেজাল্ট বলে জানায় সে। উল্লেখ্য, মিশনের মধ্যে প্রথম সায়ীদ হোসেন সহ চারজন ছাত্রই মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাসের ২০২৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মিশনের অন্যান্য শাখারও বেশ কয়েকজন পড়ুয়া এই পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট শাখার সুপারিন্টেনডেন্টগণ। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় এই সাফল্য অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে উৎসাহিত করবে। আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেনও ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

একাদশ শ্রেণির (বিজ্ঞান বিভাগ) প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিপুল সাড়া

আপনজন ডেস্ক: আল আমীন মিশনে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা ঘিরে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ উন্মাদনা থাকে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হল না। এ বিষয়ে আল আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম জানান, গত রবিবার অনুষ্ঠিত বাংলা মাধ্যমের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিপুল সাড়া দেখা গিয়েছে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে ৪২৪২ জন ছাত্র ও ৩১০৮ জন ছাত্রী অর্থাৎ মোট ৭৩৫০ জন পরীক্ষার্থী রাজ্যের ৪২ টি কেন্দ্রে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছে। বিভিন্ন জেলায় ৩০-টির বেশি মিশনের উচ্চ মাধ্যমিক ক্যাম্পাসে আড়াই হাজারের বেশি সফল পরীক্ষার্থীদের ভর্তি নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। এতো বড়ো পরীক্ষার সুচারু আয়োজন ও নির্বিঘ্ন সম্পন্ন করার জন্যে তিনি

অ্যাডমিশন টেস্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট পুরো টিমকে মুবারকবাদ জানিয়েছেন। অভিভাবক অভিভাবিকাদের সহযোগিতার প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞতা এবং পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, মিশনের সমস্ত শাখায় বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ শ্রেণি থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্বভারতীয় NEET (মেডিকেল) ও JEE (ইঞ্জিনিয়ারিং) পরীক্ষার বিশেষ কোচিং করানো হয়। উল্লেখ্য, প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে ১৫ মার্চ ২০২৫। মিশনের ওয়েবসাইট www.alameenmission.org থেকে ফলাফল জানা যাবে। তিনি আরও জানান, মৌখিক পরীক্ষা ও অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মিশনে ভর্তি নেওয়া হবে। এই কার্যক্রম ২৩ ফেব্রুয়ারি মিশনের কোচবিহার শাখায় শুরু হয়েছে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি বেলপুকুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি পাথরচাপুড়ি, বীরভূম এবং ৪ মার্চ হাওড়ার খলতপুর শাখায় অনুষ্ঠিত হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঢোলার মাদ্রাসা খাদেমুলে ইসলামী সভা

সাবির আহমেদ ● ঢোলাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার রামচন্দ্রনগর মাদ্রাসা খাদেমুল ইসলামে গত রবিবার অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই বিশেষ শিক্ষা ও বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান 'আঞ্জুমান ইসলাহুল মুসলিমিন '। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ইসলামী সঙ্গীত, ক্বেরাত, বক্তব্য প্রদান প্রভৃতির সাথে ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত শিক্ষা মূলক মোকালামা বা নাটক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাদ্রাসার সারা বছরে ছুটি ব্যতীত একদিনও ক্লাসে অনুপস্থিত না থাকার জন্য তিন জন ক্ষুদে ছাত্রকে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাদ্রাসার সম্পাদক মাওলানা জামির হোসেন কাসেমী ও প্রধান শিক্ষক হাফেজ ইলিয়াস সাহেব। উপস্থিত ছিলেন কাজী মুকলেসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম সরদার, মেহতাব আলী লস্কর, হাফেজ কারী জাকির হোসেন, আনিসুর রহমান মোল্লা, মুফতি আমিন উদ্দিন, মুজাফফর হোসেন লস্কর,আব্দুল্লাহ লস্কর, মোজাহিদ বৈদ্য,আব্দুল্লাহ ভিস্তি , মশিউর রহমান ভাঙ্গি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শেষ হল হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: মাদ্রাসা পর্ষদের ২০২৫ সালের হাই মাদ্রাসা ও আলিম পরীক্ষা শেষ হল সোমবার। কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছিল ফাজিল পরীক্ষা।এদিন হাওড়া জেলার বাগনান থানার খাজুট্টি হাই মাদ্রাসায় নির্বিঘ্নে শেষ হল হাই মাদ্রাসার পরীক্ষা। মোট পাঁচটা হাই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের সিট পড়ে এই সেন্টারে। এখানকার মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সভাপতি সারাফাত মল্লিক ও মাদ্রাসার হেডমাস্টার হাসান সাদিক সর্দারের ব্যবস্থাপনায় খুশি সেন্টারে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। শেষ দিনে ছিল ইসলাম পরিচয় পরীক্ষা। উপস্থিত ছিলেন সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ তিনি বলেন এই মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ যেভাবে সেন্টারে আসা সকল পরীক্ষার্থীকে মানসিক সহযোগিতা করেছেন তাতে সবাই খুশি।

বোলপুরে প্রকাশ্যে চলছে বেআইনি পেট্রোল পাম্প!

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: প্রশাসনের নাকের ডগায় রমরমিয়ে চলছে বেআইনি পেট্রোল পাম্প! বোলপুর সংলগ্ন রূপপুর গ্রামে দিনের আলোয় চলছে অবৈধ পেট্রোল ও ডিজেলের ব্যবসা। নেই কোনো বৈধ নথিপত্র, নেই সরকারি অনুমোদন–তবু অবাধে চলছে ব্যবসা! মাত্র একটি মেশিন দিয়ে পেট্রোল-ডিজেল বিক্রি চলছে নির্দ্বিধায়। দোকানের পেছনে প্লাস্টিকের ট্যাংকে মজুত করা হচ্ছে বিপজ্জনক দাহ্য পদার্থ, যা মুহূর্তে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে! স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই চলছে এই বেআইনি ব্যবসা, অথচ প্রশাসন নিরব। দোকানে থাকা কর্মচারীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে বাইকে চেপে দ্রুত এলাকা ছাড়েন। নিয়ম অনুযায়ী, পেট্রোল পাম্প চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুমোদন আবশ্যক। অথচ এই বেআইনি ব্যবসা দিনের পর দিন চালু থাকলেও প্রশাসন নির্বিকার। স্থানীয়দের প্রশ্ন,"এখানে কি প্রশাসনের মদত রয়েছে?"

এ বিষয়ে শান্তিনিকেতন থানার ভূমিকা কী, স্থানীয় প্রশাসন যদি অবগত হয়, তাহলে এতদিন ধরে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন, এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন। তারা চান, বেআইনি পেট্রোল পাম্প অবিলম্বে বন্ধ করা হোক এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

ওয়েলকাম গেট-এ মূর্তি স্থাপনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর উদ্যোগে দিনহাটা শহরে এক কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওয়েলকাম গেট দেবী দুর্গার মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে তৈরি করার ঘোষণা দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে কোচবিহার জেলা শাসকের মাধ্যমে ডেপুটেশন দিল নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চ তথা নিপ্রম। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাব্বির হোসেন বলেন, ওয়েলকাম গেটের নকশা অবিলম্বে পরিবর্তন করতে হবে । সংগঠনের পরামর্শ পরিষদের সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী বলেন, দিনহাটা তথা কোচবিহার জেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে সেখানে সরকারি কোষাগার থেকে এরকম একটা ওয়েলকাম গেট তৈরির চেষ্টা কোনো ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে একটি ওয়েলকাম গেট তৈরি হোক, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু দেবী মূর্তিকে রেখে ওয়েলকাম গেট তৈরি আমরা মেনে নেব না। ধর্মীয় নিরপেক্ষতার বজায় রেখে প্রস্তাবিত ওয়েলকাম গেটটি যদি তৈরি না হয়, তাহলে কোচবিহার জেলার সমস্ত জনসাধারণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নামতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন মানুষ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। আমরা আশা করি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টির স্পর্শকাতরতা বিবেচনা করে বিতর্কিত ওয়েলকাম গেট তৈরি বন্ধ করে দিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এছাড়াও সংগঠনটির তরফে ওয়াকফ সংশোধনী বিল যাতে পাশ না হয় সেজন্য দেশের রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চেয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

পুরনো শত্রুতার জেরে খুন

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: পুরনো শত্রুতার জেরে খুন। এইঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মন্দির বাজার থানার বিশ্বেশ্বরপুর এলাকায়। নিহত ব্যক্তি সাহাজদ্দিন মল্লিক মগরাহাট থানা র ধনপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বেশ্বরপুর গ্রামের বাসীন্দা। পেশায় পুরনো জিনিসপত্রের ব্যবসা করতেন। জানা যায়, রবিবার রাতে বাড়ি থেকে বের হন সাহাজদ্দিন মল্লিক। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেননি। সোমবার দুপুরে এলাকার এক বাসিন্দা মাঠে চাষের কাজ করতে গেলে দেখতে পান, মাঠের জলের মধ্যে ভেসে রয়েছে একটি দেহ। সেটি সাহাজদ্দিনের।

অ্যাডভোকেট লেখা গাড়িতে গাঁজা পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: অ্যাডভোকেট লেখা গাড়িতে গাঁজা পাচারের ছক বানচাল করল নবগ্রাম থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে ভিত্তি করে জাতীয় সড়কে নবগ্রামের শিবপুর মোড়ে দুটি গাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এর মধ্যে একটিতে "অ্যাডভোকেট" লেখা ছিল। অভিযানের সময় গাড়ির তলদেশে অভিনব পদ্ধতিতে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর , গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ রবিবার বৈকালে উত্তরবঙ্গের দিক থেকে আসা দুটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় নবগ্রাম থানার পুলিশ। দুটির মধ্যে একটি গাড়িতে লেখা ছিল 'অ্যাডভোকেট', পুলিশের নজর এড়ানোর জন্যই এমন কৌশল অবলম্বন করেছিল পাচারকারীরা বলে মনে করছেন প্রশাসন।

এই অভিযানে উদ্ধার হয় মোট ২২০ কেজি গাঁজা। ঘটনাস্থল থেকে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের তিন বাসিন্দা–সেন্টু বর্মন, বিকাশ রায় ও বীরেন্দ্র বর্মনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ সোমবার ধৃতদের মাদকের বিশেষ কোর্টে তোলা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, গাঁজাগুলি পাচারের জন্য বিশেষ কায়দায় গাড়ির নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে চেকিং এড়ানো যায়। তবে পুলিশের সতর্ক তল্লাশির কারণে পাচার রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এত পরিমাণ গাঁজা কোথায় হাত বদল হতো জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন লালবাগের এসডিপিও, সিআই রবি মালাকার ও নবগ্রাম থানার ওসি ইন্দ্রনীল মাহান্ত সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ও গ্রেফতার হওয়া তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে, পুলিশি তৎপরতায় এমন একটি বড় চক্র ভেঙে যাওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকাকে প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে নবগ্রাম থানার পুলিশ।

স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: সহজপাঠ বইয়ে বাংলা ভাষার বদলে কামতাপুরি ভাষার বই, প্রতিবাদে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের। ঘটনাটি ঘটেছে চাপড়া থানার ফুলবাড়ী পার্ট বেসিক স্কুলের ঘটনা।

অভিযোগ, সহজপাঠ শিশুর প্রথম শিক্ষার মূল অঙ্গ সেই সহজ পাঠে বাংলার বদলে ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে কামতাপুরী ভাষার বই। স্কুল শুরু হয়েছে প্রায় দু মাস আগে, তখনই এই বই দেওয়া হয়েছে এরপর থেকেই অভিভাবকরা বারবার অভিযোগ জানালেও কোনো রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদে সোমবার স্কুলের গেটে থালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকরা। তাদের দাবি অবিলম্বে এই স্কুলের পাঠ্যবই সহজ পাঠ বাংলা ভাষায় দিতে হবে। দুমাস ভুল বই দেওয়াই পড়াশোনা করতে পারছে না ছাত্রছাত্রীরা। এই স্কুলে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০৮ জন তার মধ্যে ২৩ প্রথম শ্রেণীর তাদেরকে এই বই দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বই না পেয়ে পড়াশোনা করতে পারছে না তারা। দ্রুততার সঙ্গে বই পরিবর্তন না করলে পঠন-পঠন শুরু করতে দেবে না এমনটাই দাবী অভিভাবকদের।

কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণে বাধা দেওয়া ঘিরে চরম উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণে বাধা দেওয়া ঘিরে চরম উত্তেজনা দেখা দিল পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত টেঙ্গাবেড়িয়া গ্রামে। অভিযোগ, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে নথিবুক্ত ওয়াকফ সম্পত্তিতে অবস্থিত মুসলিম জনসাধারণের ব্যবহৃত কবরস্থান (দাগ নং ৪৪৬, মৌজা দোগাছিয়া, জে এল নং ১০৫)। ২০১৬ সালে এই কবরস্থানটি ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী এটি মুসলিম জনসাধারণের প্রার্থনার স্থান হিসেবে চিহ্নিত। রাজ্য সরকারের মাইনরিটি ও মাদ্রাসা দপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত অর্থে কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ প্রায় ৬০% সম্পন্ন হলেও, সম্প্রতি কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এবং স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতিকারীর বিরোধিতার কারণে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাস্তাবিত ওয়াকফ বিল ঘিরে বিজেপির অপপ্রচারের জেরে এক শ্রে ণির মানুষ উৎসাহিত হয়ে এভাবে কবরস্থান ব্যবহারে বাধা দিতে শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাজ বন্ধ হওয়ার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন কবরস্থানে প্রার্থনা করতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয় এবং সেখানে প্রবেশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের সরে যেতে বলা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের কবরস্থানে প্রবেশেও বাধা সৃষ্টি হয়।

৩১ আগস্ট ২০২৪ থেকে সীমানা প্রাচীরের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের দাবি, সরকারি বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও এবং প্রশাসনের নজরে বিষয়টি থাকা সত্ত্বেও কেন কাজ বন্ধ রয়েছে, সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা দাবি জানিয়েছেন, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করার।

প্রথম নজর

তুরস্কের রাজনীতিতে যোগ দিলেন ফুটবল তারকা ওজিল

আপনজন ডেস্ক: জার্মানি, রিয়াল মাদ্রিদ ও আর্সেনালের সাবেক তারকা মেসুত ওজিল রোববার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেপ এরদোগানের ক্ষমতাসীন দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি) দলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। জার্মানিতে জন্মগ্রহণকারী ও ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী ওজিল আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত এক কংগ্রেসে একেপির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য হন। ২০০২ সাল থেকে তুরস্কে শাসনকারী রক্ষণশীল দলের প্রধান হিসেবে নবমবারের মতো এরদোগান পুনঃনির্বাচিত হন।

ওজিল ২০২৩ সালে ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই এরদোগানের সমর্থক ছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি সাবেক মিস তুরস্ক আমিন গুলসকে বিয়ে করেন। এ সময় এরদোগান তার 'বেস্টম্যান' হিসেবে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। জার্মানির সাবেক ফুটবল তারকা তুর্কি বংশোদ্ভূত ইলকে গুয়েন্দোগানের সাথে ওজিল ও এরদোগানের একটি ছবি বিতর্কের জন্ম দেয়। সে সময় বার্লিন এরদোগানকে দমনমূলক মনোভাবের জন্য অভিযুক্ত করে। অপরদিকে জার্মান কট্টর ডানপন্থীরা ওজিলের সমালোচনা করে। ওজিলকে আগে জার্মানির বহুসংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে দেখা হত। কিন্তু জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগে তিনি জার্মান জাতীয় দল থেকে সরে আসেন।

৩০ বছর পর নির্দোষ প্রমাণিত, মুক্তি পেলেন গর্ডন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের মাউই দ্বীপে ১৯৯৪ সালে টিমোথি ব্লেইজডেল নামে এক ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড ঘটে। এই হত্যার জন্য গর্ডন কর্দেইরোকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সব সময় দাবি করেছিলেন যে, তিনি এই হত্যার সঙ্গে জড়িত নন। দীর্ঘ ৩০ বছর পর ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তার নির্দোষত্ব প্রমাণিত হয় এবং অবশেষে মুক্তি পান গর্ডন কর্দেইরো। গর্ডন কর্দেইরোকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ১৯৯৪ সালের টিমোথি ব্লেইজডেল হত্যাকাণ্ডে। তাকে হত্যা, ডাকাতি এবং হত্যাচেষ্টা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে প্যারোলের সুযোগ ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবে 'হাওয়াই ইনোসেন্স প্রজেক্ট' তাঁর মামলা পুনঃপর্যালোচনা করে এবং নতুন প্রমাণ উপস্থাপন করে, যা আদালতে তার নির্দোষত্ব প্রমাণে সহায়ক ছিল। এর ফলে, ৩০ বছর পর তার মুক্তি হয়। এই ঘটনা আবেগপূর্ণ ছিল, কারণ গর্ডন কর্দেইরো দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিচার ব্যবস্থায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মুসলিম গণহত্যা: ক্ষমা চাইলেন প্রাক্তন থাই প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যার ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছেন থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে দুই দশক আগে সেনাবাহিনীর ট্রাকে শ্বাসরোধে বহু মুসলিম বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার জন্যই ক্ষমা চাইলেন তিনি। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, 'তক বাই গণহত্যা' নামে পরিচিত সেই ঘটনার জন্য সাবেক থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা এবারই সর্বপ্রথম জনসমক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন বলে মনে করা হচ্ছে। সেই ঘটনায় সাত সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ বাদ দেওয়ার প্রায় চার মাস পরে এই ক্ষমাপ্রার্থনা সামনে এলো। ভয়ঙ্কর ওই গণহত্যা থাইল্যান্ডের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণতম প্রদেশে রাষ্ট্রীয় দায়মুক্তির প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ-সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশ থেকে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে বেশ আলাদা এই অঞ্চলের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের জন্য সরকারি বাহিনী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে সংঘাত চলছে।

গণহত্যার সময় থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন থাকসিন সিনাওয়াত্রা। তিনি বলেছেন, তিনি এমন যেকোনও কাজের জন্য ক্ষমা চান যা মানুষকে 'অস্বস্তি বোধ করতে পারে'। 'ডিপ সাউথ' নামে পরিচিত থাইল্যান্ডের এই এলাকায় গত ১৯ বছরের মধ্যে প্রথম সফরের সময় গণহত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "আমি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলাম, তখন স্থানীয় মানুষের দিকে খেয়াল রাখাই ছিল আমার দৃঢ় উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন, যদি আমার দ্বারা কোনও ভুল বা কোনও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে আমি ক্ষমা চাইতে চাই।

থাই রাইটস গ্রুপ দুয়ে জাই-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা আঞ্চনা হেইমিনা বলেন, থাকসিন সিনাওয়াত্রা এটাই প্রথমবারের মতো ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেন, "তিনি যদি আন্তরিক হন (ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে), তবে তার উচিত (ক্ষমা চাওয়া ছাড়াও) পরিবারগুলোর কাছে দুঃখপ্রকাশ করা... সামনাসামনি।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের ২৫ অক্টোবর থাইল্যান্ডের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর 'তক বাই' শহরে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেসময় নিরাপত্তা বাহিনী মালয়েশিয়ার সীমান্তের কাছে নারাথিওয়াত প্রদেশের তক বাই শহরে একটি থানার বাইরে বিক্ষোভরত জনতার ওপর গুলি চালায়, এতে সাতজন নিহত হয়।

পরবর্তীতে আটককৃত ৭৮ জনকে হাত-পা বেঁধে সামরিক ট্রাকের পেছনে ঠাসাঠাসি করে নেওয়ার সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু হয়। সেসময় এটি 'তক বাই গণহত্যা' নামে পরিচিত হয় এবং এতে তৎকালীন সময়ে বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

বিদ্রোহীদের তীব্র হামলার মুখে কঙ্গোয় 'জাতীয় ঐক্য সরকার' গঠনের ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহীদের হামলা তীব্রতর হওয়ায় এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রতিক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা বেড়ে যাওয়ায় একটি জাতীয় ঐক্য সরকার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। আফ্রিকা নিউজ জানিয়েছে, রুয়ান্ডা সমর্থিত এম২৩ বিদ্রোহীরা পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেদি 'সেক্রেড ইউনিয়ন অব দ্য নেশন'র ক্ষমতাসীন জোটকে উদ্দেশ্য করে অভ্যন্তরীণ বিরোধের চেয়ে ঐক্যের দিকে মনোনিবেশের জন্য আহ্বান জানান। শিসেকেদি বলেন, 'আমি একটা লড়াই হেরে যেতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে তো হারিনি। বিরোধীসহ সবার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন করা হবে।' যদিও তিনি সরকারের কাঠামো বা সময়সীমা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু জানাননি। পূর্ব কঙ্গোতে ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ১০০টিরও বেশি সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'এম২৩' বিদ্রোহীরা এই অঞ্চলটি দখলের পর দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো দখল করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৩ হাজার লোক সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছে। তিন সপ্তাহের দ্রুত অভিযানে এম২৩ পূর্ব কঙ্গোর প্রধান শহর গোমার নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বুকাভুও দখল করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রায় চার হাজার রুয়ান্ডার সেনা রয়েছে। তারা এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত রাজধানী কিনশাসায় অগ্রসর হওয়ার হুমকি দিয়েছে। ১৯৯৪ সালে তুতসি জাতিগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যামূলক সংঘাতে জাতিগত হুতু যোদ্ধাদের নিয়োগের জন্য কঙ্গোর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ তুলে আসছে রুয়ান্ডা।

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি চরম ঝুঁকিতে: হামাস

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল লিস্তিনি কারাবন্দিদের মুক্তি স্থগিত করায় পুরো যুদ্ধবিরতি চুক্তি চরম ঝুঁকিতে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন হামাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাসেম নাইম। তিনি বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন ও অবিলম্বে ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দিতে মধ্যস্থতাকারীদের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকারীদের অবশ্যই ইসরায়েলকে চাপ দিতে হবে। খবর আলজাজিরার।

তিনি আরো বলেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে অবজ্ঞা ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নোংরা খেলায় মেতেছেন।

এদিকে নেতানিয়াহুর কার্যালয় বলেছে, পরবর্তী জিম্মিদের মুক্তির নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত এবং অপমানকর আচার-অনুষ্ঠান বাদ না দিলে গত শনিবারের পরিকল্পিত ফিলিস্তিনি কারাবন্দিদের মুক্তি স্থগিত করা হবে।

যুদ্ধবিরতির শর্তানুযায়ী গত শনিবার গাজা থেকে ছয় জিম্মিকে ছেড়ে দিয়েছে হামাস। এর বিনিময়ে ছয় শতাধিক ফিলিস্তিনি কারাবন্দিকে ইসরায়েল সরকার মুক্তি দেবে বলে আশা করা হয়েছিল। ফিলিস্তিনি বন্দিদের গ্রহণ করতে রেড ক্রসের গাড়ি ইসরায়েলের কারাগারের সামনে এদিন অপেক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের মুক্তি দেওয়া হয়নি।

যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপ মার্চের শুরুর দিকে শেষ হবে। পরবর্তী ধাপের বিস্তারিত শর্তাবলি নিয়ে এখনো কোনো সমঝোতা হয়নি।

আজ সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার 'ফলোআপ বৈঠক'

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের রাজধানীতে মঙ্গলবার মার্কিন ও রুশ কর্মকর্তাদের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। একটি কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। এক সপ্তাহ আগেই দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা রিয়াদে যুগান্তকারী আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই সূত্র সোমবার বলেন, রিয়াদে মঙ্গলবার দুই পক্ষের বৈঠক হবে। এটি গত সপ্তাহের বৈঠকের একটি ফলোআপ বৈঠক। যদিও এটি তুলনামূলকভাবে নিম্ন স্তরের বৈঠক, তবে এটি এখনো অগ্রগতির একটি ইঙ্গিত। উভয় দেশের প্রতিনিধিদের নাম প্রকাশ না করেই তিনি এই তথ্য দেন। এক সপ্তাহ আগে রিয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের নেতৃত্বে দুই দেশের প্রতিনিধিদল বৈঠক করে।

এই বৈঠকই সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এ ছাড়া রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র 'পরামর্শমূলক একটি প্রক্রিয়া' গড়ে তোলার ও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার জন্য আলোচক নিয়োগে সম্মত হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে মস্কোর আগ্রাসন শুরুর পর থেকে এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক এটাই প্রথম। এই বৈঠকের আগে ফেব্রুয়ারির শুরুতে ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে একটি টেলিফোন আলাপ হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জার্মানিতে মার্জের জয়ে উচ্ছ্বসিত ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির জাতীয় নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের নেতা ফ্রেডরিখ মার্জ দেশটির পরবর্তী চ্যান্সেলর হতে যাচ্ছেন। যদিও কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জোট সরকার গঠন করতে হবে। তবে এরই মধ্যে জার্মানিতে রক্ষণশীলদের উত্থানের প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিবিসির খবরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্রেডরিখ মার্জের জয়কে স্বাগত জানিয়েছেন। রবিবার নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই জার্মানির জনগণ এত বছর ধরে প্রচলিত সাধারণ এজেন্ডা বিহীন, বিশেষ করে জ্বালানি, অভিবাসন বিষয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪২ মি.

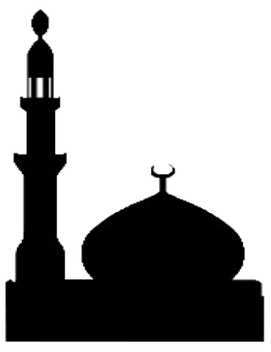

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৯	৬.০১
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৪.০০	
মাগরিব	৫.৪২	
এশা	৬.৫৩	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৫৫ সংখ্যা, ১২ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৬ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

পরিপূরক

একটি প্রবাদ আছে, পৃথিবী হইতে অমঙ্গলকে উড়াইয়া দিয়ো না, উহা মঙ্গল-সমেত উড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল পরস্পরের সহিত একাকার হইয়া মিশিয়া থাকে। সত্তর-আশির দশকের একটি কার্টুন সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল—ইয়া লম্বা মোটাতাজা এক ধনকুবের তাহার বিশাল বপু লইয়া মুরগির বড় ঠ্যাং গ্রোগ্রাসে খাইতেছেন। তাহার চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে সদ্য খাওয়া হাড়ের টুকরা। আর ঠিক ঐ ধনকুবেরের পায়ের সন্নিকটে অপুষ্টিতে ভোগা লিলিপুটের ন্যায় ছোট্ট একটি ভুখা-নাঙ্গা গরিব ব্যক্তি হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আহা! এই হইল ধনী-গরিবের সরলীকরণ চিত্র। ইহার অন্তর্গত পরিপূরক বিষয়টি বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা সম্প্রতি প্রকাশিত অক্সফামের একটি সম্পূরক প্রতিবেদনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

অক্সফামের 'সারভাইভ্যাল অব দ্য রিচেস্ট' প্রতিবেদনের আলোকে গত সোমবার সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে বলা হয়—বিশ্বে চরম ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ইহার পাশাপাশি ক্রমাগত বাড়িতেছে। ১০ বছরে বিশ্বে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, গত দুই বছরে নূতন অর্জিত ৪২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদের মধ্যে ২৬ ট্রিলিয়ন (৬৩ শতাংশ) ১ শতাংশ ধনীর হাতে এবং ১৬ ট্রিলিয়ন (৩৭ শতাংশ) অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশ জনগোষ্ঠীর হাতে উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া কোটিপতিদের আয় প্রতিদিন গড়ে ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার করিয়া বাড়িতেছে। অপর দিকে বিশ্বের জনসংখ্যার নিচের দিকে থাকা ৯৯ শতাংশ মানুষ যাহা পাইয়াছে, ইহার প্রায় দ্বিগুণ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীর পকেটে ঢুকিয়াছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, একই সময়ে বিভিন্ন দেশের ১৭০ কোটি শ্রমিক চরম মুদ্রাস্ফীতির শিকার এবং ৮২ কোটি মানুষ অনাহারে দিন কাটাইতেছেন। অক্সফাম জানাইতেছে যে, গড়ে বিশ্বের ৬৩ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীর হাতে থাকিলেও ভারতে এই হার ৪১ শতাংশ। যদিও অক্সফাম ইন্ডিয়ার সিইও জানাইয়াছেন, ভারতের দরিদ্র মানুষ আর্থিক বৈষম্যের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীর হাতে রহিয়াছে বলিয়া অন্য একটি প্রতিবেদনে উঠিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর নিট আয় বৃদ্ধি পায় নাই। ২০২০ সালে তাহাদের হাতে থাকা সম্পদের পরিমাণ মোট জাতীয় সম্পদের ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ, ২০২১ সালেও যাহা একই ছিল। এই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছিল প্যারিস স্কুল অব ইকোনমিকসের বৈশ্বিক অসমতা প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশের শীর্ষ ধনীদের সম্পদ ও আয়ের অনুপাত কিছুটা কমিয়াছে। আবার একই সময়ে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় সাড়ে সাত গুণ।

ধনী-দরিদ্রের এই বৈষম্যের বিষয়টি বিশ্বের সবচাইতে জটিল সমস্যা। বলা যায়, ইহার জন্য বিশ্ব একসময় ভাগ হইয়া গিয়াছিল সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদে। উহার রেশ এখনো সম্পূর্ণ ফুরায় নাই। এরর অ্যান্ড চেকের মাধ্যমে বিশ্ব ক্রমশ মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা সত্য যে, সমগ্র পৃথিবীর তিন ভাগ পানি যদি প্রশান্ত মহাসাগরের সুগভীর খাদ 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ'-এ আরও প্রশস্ত হইয়া সেইখানে আটকাইয়া থাকিত, তাহা হইলে বাকি পৃথিবীর বৃহৎ অংশ মরুভূমি হইয়া যাইত। অর্থাৎ চরম বৈষম্য বা কনট্রাস্ট কখনো ভালো কিছু নহে; কিন্তু ধনী মাত্রই তো 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ' নহে। বরং বিশ্বের অধিকাংশ ধনীরাই বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ধনীরা যে চিরকাল মুনাফাই করেন তাহা নহে, তাহাদের চৌকশ কর্মীদের মাধ্যমেই ব্যবসা প্রসারিত করেন, আবার ভুল ব্যবস্থাপনা বা দুর্বল কর্মীদের মাধ্যমে ক্ষতিরও শিকার হন। বলা যায়, তাহারা পরিপূরক। মনে রাখিতে হইবে, মহান সৃষ্টিকর্তা ব্যবসাকে হালাল করিয়াছেন। সুতরাং সকল কিছু সাদা চোখে সরলীকরণ করিলে নেপথ্যের ইতিবাচক সত্যও চাপা পড়িয়া যায়।

.....

আফগান তালিবান ও সৌদি আরবের সম্পর্ক কি নতুন মোড় নিচ্ছে

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সৌদি আরব আফগানিস্তানের কাবুলে তাদের কূটনৈতিক মিশন আবার চালু করার ঘোষণা দেয়। ২০২১ সালে তালিবান আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা দখলে নেওয়ার পর সৌদি আরব তাদের কাবুল দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছিল। দূতাবাস চালুর ঘোষণা সৌদি আরবের নীতির পরিবর্তন ও আফগান তালিবানের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহকে প্রকাশ করে। যাহোক, আফগানিস্তান ও সৌদি আরব দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নির্ভর করবে তালিবান সরকার সৌদি আরবের আধুনিকীকরণ কর্মসূচির সঙ্গে নিজেদের কতটা প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারবে, তার ওপর। বিষয়টি সৌদি আরব-আফগানিস্তান সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করবে। ঐতিহাসিকভাবে সৌদি আরব আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র। সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় সৌদি আরব আফগান মুজাহিদিনদের প্রয়োজনীয় সম্পদ ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। সোভিয়েতদের সরে যাওয়ার পর আফগানিস্তানে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তারই এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালে তালিবান কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তিনটি দেশ তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে তৃতীয় দেশটি ছিল সৌদি আরব।

যাহোক, সম্পর্কে বড় একটা ধাক্কা লাগে ১৯৯৮ সালে। সৌদি আরব তালিবান সরকারকে আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করতে বলেছিল। তালিবান সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করায় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বড় ধরনের অবনতি হয়েছিল। সৌদি আরব তালিবান সরকারকে অর্থ সহযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছিল। ৯/১১ বা যুক্তরাষ্ট্রে আল-কায়েদার হামলার (টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলা) পর সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত তালিবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। ওই সন্ত্রাসী হামলার দুই সপ্তাহ পর, সৌদি আরব বলেছিল, মৌলবাদীদের আশ্রয় না দেওয়ার ব্যাপারে তারা যে সতর্কবার্তা দিয়েছিল, সেটা আমলে নেয়নি তালিবান। ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার কোনো দায় যাতে না আসে, সে কারণে আফগান তালিবান ও ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে দূরত্ব দেখানোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কাবুলে সৌদি আরবের দূতাবাস আবার চালু করা আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে সৌদি আরবের একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। কিন্তু সৌদি আরবের যে আধুনিকায়ন কর্মসূচি, তাতে করে আফগানিস্তানে তারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এমবিএসের নেওয়া সংস্কার কর্মসূচিই দুই পক্ষের মধ্যে মতাদর্শগত বিভেদ তৈরি করবে। ২০০৮ সালে তালিবান ও আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় মধ্যস্থতা করেছিল সৌদি আরব। আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মক্কা শহরে রমজান মাসে। আয়োজক ছিলেন সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল তালিবান ও আফগান সরকারের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা, যার মধ্য দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে তালিবান আফগান সরকারের মূলধারায় সংযুক্ত হবে। কিন্তু সেই আলোচনা ব্যর্থ হয়। কিন্তু সৌদি আরব সরকার তালিবান প্রতিনিধিদের সঙ্গে আবার সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার নীতি নিয়েছিল, এ ঘটনাটি তারই প্রতিফলন ছিল। ২০১৭ সালে সৌদি যুবরাজ মোহাম্দ বিন সালমান (এমবিএস) সৌদি আরব সংস্কার কর্মসূচি চালু করেন। এমবিএস সৌদি সমাজে নারীদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কিছু বাধা সরিয়েছেন, উৎসবের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছেন, বিদেশে মসজিদ ও মাদ্রাসায় অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছেন।

এই সংস্কার কর্মসূচির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, পশ্চিমাদের কাছে ইসলামের একটি সহনশীল এবং মধ্যপন্থী ভাবমূর্তি উপস্থাপন করে। আফগানিস্তান নিয়ে সৌদি আরবের আরবের নতুন কূটনৈতিক অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছিল। ২০২১ সাল থেকে সৌদি আরব আফগানিস্তানে ন্যূনতম সহায়তা দিয়ে আসছে। শুধু মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগে ত্রাণসহায়তা দিয়েছে সৌদি আরব। ওআইসি ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে এমবিএস তাঁর প্রভাব ব্যবহার করে আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তা ট্রাস্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এই সহায়তাগুলো দিচ্ছেন।

তিন বছর পর এটা স্পষ্ট যে আফগান তালিবান হলো বাস্তবতা। প্রতিবেশী বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোকে তাদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত হতে হবে। সৌদি আরবের ক্ষেত্রে মানবিক সহায়তা এবং ওআইসির কাজের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তালিবানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

যদিও তালিবান নেতৃত্বে পরিচালিত আফগানিস্তান পুরোপুরিভাবে সৌদি আরবের সংস্কারমূলক কর্মসূচি মেনে নেবে না। কিন্তু বাস্তবসম্মত উপায়ে তালিবানের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ খুঁজতে হবে। বিশেষ করে উন্নয়ন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেই পথ তৈরি করা দরকার।

কাবুলে সৌদি আরবের দূতাবাস আবার চালু করা আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে সৌদি আরবের একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। কিন্তু সৌদি আরবের যে আধুনিকায়ন কর্মসূচি, তাতে করে আফগানিস্তানে তারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এমবিএসের নেওয়া সংস্কার কর্মসূচিই দুই পক্ষের মধ্যে মতাদর্শগত বিভেদ তৈরি করবে। আফগানিস্তানের নীতি ও নৈতিকতা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি বেশ কিছু অতি রক্ষণশীল আইন পাস করেছে। এর মধ্যে পুরুষদের দাড়ি কামানো থেকে বিরত রাখা ও নারীদের শিক্ষা বন্ধের মতো পদক্ষেপ রয়েছে।

একইভাবে ইসলামিক স্টেট অব খেরসন, আল-কায়েদা ও তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে আফগানিস্তান এখনো সন্ত্রাসবাদের উর্বর ক্ষেত্র।

সৌদি আরবের সংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পেতে হলে তালিবানের একটি পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক পটভূমির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। সৌদি আরবের সঙ্গে একটি শক্তিশালী দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে, মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলতে হবে।

কাবুলে সৌদি আরবের দূতাবাস আবার চালু করা আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে সৌদি আরবের একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। কিন্তু সৌদি আরবের যে আধুনিকায়ন কর্মসূচি, তাতে করে আফগানিস্তানে তারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এমবিএসের নেওয়া সংস্কার কর্মসূচিই দুই পক্ষের মধ্যে মতাদর্শগত বিভেদ তৈরি করবে। ২০০৮ সালে তালিবান ও আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় মধ্যস্থতা করেছিল সৌদি আরব। আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মক্কা শহরে রমজান মাসে। আয়োজক ছিলেন সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল তালিবান ও আফগান সরকারের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা, যার মধ্য দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে তালিবান আফগান সরকারের মূলধারায় সংযুক্ত হবে। কিন্তু সেই আলোচনা ব্যর্থ হয়। কিন্তু সৌদি আরব সরকার তালিবান প্রতিনিধিদের সঙ্গে আবার সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার নীতি নিয়েছিল, এ ঘটনাটি তারই প্রতিফলন ছিল। ২০১৭ সালে সৌদি যুবরাজ মোহাম্দ বিন সালমান (এমবিএস) সৌদি আরব সংস্কার কর্মসূচি চালু করেন। এমবিএস সৌদি সমাজে নারীদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কিছু বাধা সরিয়েছেন, উৎসবের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছেন, বিদেশে মসজিদ ও মাদ্রাসায় অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছেন।

সোলায়মান মুয়েজ ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক

মিডলইস্ট মনিটর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

ট্রাম্প কোটিপতিদের বশ করেছেন, নাকি কোটিপতিরা ট্রাম্পকে

ডোনাল্ড আর্ল কলিন্স

অনেকে ভাবতে পারেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তাঁর আশপাশে যাঁদের দেখা যাচ্ছে, তাঁরা তাঁর অনুগত বা চাটুকার। কিন্তু তাঁরা নিছক চাটুকার নয়; আদতে বাস্তবতা একটু ভিন্ন। ওয়াশিংটন পোস্ট-এর সাবেক রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট অ্যান টেলনেস বিষয়টি ভালোই জানেন। গত মাসে তিনি তাঁর চাকরি ছেড়ে দেন। কারণ, তাঁর সম্পাদক তাঁর আঁকা সর্বশেষ কার্টুনটি ছাপতে রাজি হননি। ওই কার্টুনে অ্যান টেলনেস অ্যামাজন ও ওয়াশিংটন পোস্ট-এর মালিক জেফ বেজোস, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস-এর মালিক প্যাট্রিক সুন-শিয়ং, ওপেন এআইয়ের ধনী উদ্যোক্তা স্যাম অল্টম্যান, মেটার মালিক মার্ক জাকারবার্গ এবং কার্টুন চরিত্র মিকি মাউসকে (যা ডিজনি ও এবিসির প্রতীক) ট্রাম্পের মূর্তির সামনে মাথা নত করে থাকার ছবি আঁকা হয়েছিল।

টেলনেস তাঁর পদত্যাগের ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন, 'সংবাদমাধ্যমের মালিকদের দায়িত্ব হলো মুক্ত গণমাধ্যম রক্ষা করা; কিন্তু একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে থাকা কারও অনুগ্রহ পেতে চাইলে তা কেবল মুক্ত গণমাধ্যমের ক্ষতিই করবে।' অনেক সমালোচকের মতো টেলনেসও মনে করেন, বড় ব্যবসায়ী ও ধনকুবেররা ট্রাম্পের আশীর্বাদ পেতে চাইছেন শুধু তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করতে এবং সরকারি ঠিকাদারি কাজ পাওয়ার আশায়। অনেকে মনে করতে পারেন, ট্রাম্পের আনুগত্য স্বীকার করে ধনকুবের ও বড় করপোরেশনগুলো যেন এক স্বৈরশাসকের কাছে মাথা নিচু করছে; কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। আসলে বিলিয়নিয়ার ও বড় করপোরেশনগুলো ট্রাম্পের আনুগত্য স্বীকার করছে না। বরং তারা ট্রাম্পের প্রশাসনকে তাদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকলে তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে একদম মুক্ত পথে ব্যবসা চালাতে পারবেন। তাই বলা চলে, এই ধনী অভিজাত শ্রেণিই ট্রাম্পকে চালাচ্ছেন; ট্রাম্প তাঁদের চালাচ্ছেন না।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ, মার্ক জাকারবার্গ সম্প্রতি

শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে এক বৈঠকে জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের শেষ প্রান্তিকে তাঁর কোম্পানির বাজার অংশীদারি বেড়েছে এবং প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মুনাফা হয়েছে। তিনি বলেন, 'এখন আমাদের কাছে এমন একটি মার্কিন প্রশাসন রয়েছে, যারা আমাদের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো নিয়ে গর্বিত, যারা আমেরিকান প্রযুক্তির জয় চায় এবং বৈশ্বিকভাবে আমাদের মূল্যবোধ ও স্বার্থ রক্ষা করবে আমি আশাবাদী। এতে নতুন অগ্রগতি ও উদ্ভাবনের দুয়ার খুলবে।'

অর্থাৎ, ধনী ব্যবসায়ী ও বড় করপোরেশনগুলোর আসল লক্ষ্য তাঁদের মুনাফা রক্ষা করা। ট্রাম্প যদি সেই স্বার্থ পূরণ করতে পারেন, তাহলে তাঁর সামনে মাথা নিচু করতেও তাঁরা রাজি আছেন। এটি বোঝার সহজ উপায় হলো, গত এক বছরে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। যেমন ইলন মাস্ক, মিরিয়াম অ্যাডেলসন এবং লিন্ডা ম্যাকমাহোন—এই ধনকুবেররা ট্রাম্পের ২০২৪ সালের প্রচারাভিযানে শত শত মিলিয়ন ডলার ঢেলেছেন। নির্বাচনের পর মাস্ক, অল্টম্যান, বিবেক রামাস্বামী, অ্যাপলের টিম কুকসহ অ্যামাজন, মেটা, ব্যাংক অব আমেরিকা, গোল্ডম্যান স্যাকস-এর মতো বিশাল করপোরেশনগুলো ট্রাম্পের অভিষেক তহবিলে ১৫০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে।

এ ছাড়া ডিজনি-এবিসি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা মানহানির মামলায় ১৫ মিলিয়ন ডলার এবং মেটা তাঁকে নিষিদ্ধ করার জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। এই বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ দেখে বোঝা যায়, ধনকুবেররা মূলত ট্রাম্প প্রশাসনে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে চান। তাঁরা হয়তো সরকারি চুক্তি, নীতিগত সুবিধা কিংবা প্রেসিডেন্টের ওপর সরাসরি প্রভাব রাখার জন্যই তাঁকে সমর্থন দিচ্ছেন।

২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ট্রাম্প একের পর এক নির্বাহী আদেশ স্বাক্ষর করেছেন। এসব আদেশ মূলত বড় ব্যবসাগুলোর স্বার্থ রক্ষা করছে। যেমন জাতীয় জ্বালানি জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। প্রথম আদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বাড়িয়ে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি নীতিকে দুর্বল করা হয়েছে। এতে তেল ও কয়লা কোম্পানিগুলো লাভবান হবে।

দ্বিতীয় আদেশে সরকারি ব্যয় কমানোর নামে বিভিন্ন খাতের তহবিল সংকুচিত করে করপোরেট খাতে ব্যবসার সুযোগ বাড়ানো হয়েছে।

জানুয়ারির শেষের দিকে ট্রাম্প প্রশাসন অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেটকে নির্দেশ দেয়। এতে সব সরকারি অনুদান ও ঋণ ব্যবহার ও চরমপন্থার নিন্দা জানিয়েছে। আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরাতে ২০১৮ সালে সৌদি আরব ওআইসির দুই দিনের সম্মেলন আয়োজন করেছিল। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় পণ্ডিতেরা এসেছিলেন, যাঁরা তালিবানের সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছিলেন। সম্মেলনে আফগানিস্তানের প্রতি সৌদি বন্ধ রাখা হয়। এর মধ্যে স্কুলের খাবার কর্মসূচি, ফেডারেল স্টুডেন্ট লোনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাত অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এটি আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে আটকে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই অর্থ আসলে ট্রাম্পের স্টারগেট ইনিশিয়েটিভ নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রকল্পে ব্যয় করার পরিকল্পনা ছিল।

আসলে বিলিয়নিয়ার ও বড় করপোরেশনগুলো ট্রাম্পের আনুগত্য স্বীকার করছে না। বরং তারা ট্রাম্পের প্রশাসনকে তাদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকলে তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে একদম মুক্ত পথে ব্যবসা চালাতে পারবেন। তাই বলা চলে, এই ধনী অভিজাত শ্রেণিই ট্রাম্পকে চালাচ্ছেন; ট্রাম্প তাঁদের চালাচ্ছেন না।

ডোনাল্ড আর্ল কলিন্স ফিয়ার অব আ 'ব্ল্যাক' আমেরিকা: মাল্টিকালচারিজম অ্যান্ড দ্য আফ্রিকান আমেরিকান এক্সপেরিয়েন্স (২০০৪) বইয়ের লেখক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

কালনা হাসপাতালে কুকুর-বিড়াল কামড়ের ভ্যাকসিন না থাকায় চরম সমস্যায় রোগীরা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসকদের নিয়ে কলকাতার ধনধান্যে সভা করছেন, তখন বাস্তবে চরম দুর্ভোগের শিকার সাধারণ মানুষ। অভিযোগ, পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঁচ দিন ধরে নেই কুকুর, বিড়াল বা ইঁদুরের কামড়ের প্রতিষেধক (ARV ভ্যাকসিন), যার ফলে রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়রা পড়েছেন বিপাকে। বিগত ২০ জানুয়ারির পর থেকে এই হাসপাতালে একেবারেই মিলছে না ARV ভ্যাকসিন। সামর্থ্যবান রোগীদের পরিবার নিজের টাকায় বাইরে থেকে ভ্যাকসিন কিনে আনতে পারছেন, কিন্তু যারা অর্থাভাবে তা সম্ভব নয়, তাঁদের অসহায় অবস্থায় ফিরতে হচ্ছে। পূর্বস্থলী ব্লক হাসপাতালেও একই পরিস্থিতি বলে জানা যায়। সোমবার এক ব্যক্তি তাঁর বিড়ালে কামড়ানো মেয়েকে চিকিৎসার জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু ভ্যাকসিনের অনুপস্থিতির কারণে চিকিৎসা না করিয়েই ফিরে যেতে হয় তাঁকে। একই দিনে, কুকুরে কামড়ানো এক ব্যক্তি বাধ্য হয়ে নিজের টাকায় ফাইল কিনে কয়েকজন রোগীর সঙ্গে ভাগ করে ৩১০ টাকা খরচ করে এক ডোজ ভ্যাকসিন নেন। কালনা মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার গৌতম বিশ্বাস স্বীকার করেছেন যে, বেশ কয়েকদিন ধরে ভ্যাকসিন নেই। তবে জরুরি ভিত্তিতে গাড়ি পাঠানো হয়েছে, এবং সেটি ফিরলেই ভ্যাকসিন সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

গাড়ি নিয়ে মদ্যপের ধাওয়া, দ্রুত পালাতে গিয়ে মৃত্যু তরুণীর!

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: জাতীয় সড়কের উপরে গাড়ি নিয়ে মদ্যপ যুবকদের ধাওয়া, কটূক্তি! পানাগড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু চন্দননগরের তরুণীর
জাতীয় সড়কের উপরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে গাড়ি উল্টে প্রাণ গেল তরুণীর। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ের কাছে। মৃত তরুণীর নাম সুচন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়। তিনি হুগলির চন্দননগরের বাসিন্দা।
জানা গিয়েছে, নিহত ওই তরুণী একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধার ছিলেনাখুব ছোটো থেকে নাচ শিখে,বড় হয়ে ভালো নৃত্য শিল্পী হয়ে ওঠেন চন্দননগরের সুতন্দ্রা, রবিবার রাতে গয়ার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গাড়িতে রওনা দেন সুতন্দ্রা সহ ওই সংস্থার আরও তিন জন কর্মী। অভিযোগ, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাচ্ছিল সুতন্দ্রাদের গাড়ি। সুতন্দ্রাদের গাড়ির চালকের দাবি, পানাগড়ের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে দাঁড়ায় তাঁদের গাড়ি। এর পরই অন্য একটি গাড়ি তাঁদের গাড়ির পিছু নেয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সুতন্দ্রাদের গাড়ি ধাওয়া করে যে গাড়িটি, তাতে পাঁচ জন যুবক ছিলেনা গাড়ি থেকে সুতন্দ্রাদের গাড়ির উদ্দেশ্যে কটূক্তি করতে থাকে পাঁচ মদ্যপ যুবক। এমন কি, দু বার পিছন থেকে ওই গাড়িটি সুতন্দ্রাদের গাড়িতে ধাক্কা মারে বলেও অভিযোগ। এর পরই সার্ভিস রোড ধরে গাড়ি নিয়ে দ্রুত দার্জিলিং মোড়ের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেনা কিন্তু পিছু নেওয়া গাড়িটি সুতন্দ্রাদের গাড়িটিকে ওভারটেক করে সামনে পথ আটকে দাঁড়ায়। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সুতন্দ্রাদের গাড়িটি উল্টে যায় বলে অভিযোগ। দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান সুচন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় নামে ওই তরুণী। চালকের পাশেই বাঁদিকের আসনে বসেছিলেন সুতন্দ্রা। সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় নামে ওই তরুণীর দুই পুরুষ সহকর্মীও এই দুর্ঘটনায় আহত হন। এই দুর্ঘটনার পরই অভিযুক্তরা নিজেদের গাড়ি ফেলে পালায়।
এত কিছুর পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। দুটি গাড়িই বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও অভিযুক্তদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। জানা গিয়েছে, ঘাতক গাড়িটি পানাগড় এলাকারই। সুতন্দ্রার আহত দুই সহকর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মৃত তরুণীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। শিউরে ওঠার মতো এই ঘটনায় জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ব্যস্ত জাতীয় সড়কের উপরে একটি গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে ধাওয়া করে বার বার ধাক্কা মারলেও কেন তা পুলিশের কোনও টহলদারি দলের চোখে পড়ল না, সেই প্রশ্ন উঠছে।
চন্দননগরের নাড়ুয়া এলাকায় এই খবর ছড়াতেই লোকজন ভিড় করতে থাকে ওই নৃত্যশিল্পীর বাড়ির সামনে।

পঞ্চাশের বেশি হিন্দু কন্যার বিয়ে দিয়ে নজির মুসলিম যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং রাজনৈতিক কচকচানির মধ্যেও এমন কিছু ঘটনা সমাজের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করে চলেছে । সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে গণবিবাহের আয়োজন করে আসছে হাওড়ার সালমান মল্লিক। নিজে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অর্ধশতাধিক অমুসলিম ছেলে মেয়েদের বিবাহ দিয়েছেন। যা ইতিমধ্যেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সালমান মল্লিকের তত্বাবধানে তাঁর ‘প্রতিরোধ মহিলা সমিতি’র উদ্যোগে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল গণবিবাহ।
রবিবার প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছর ৫ম বর্ষে পাঁচ জোড়া গণবিবাহের আয়োজন করা হয়েছিল। সমিতির পক্ষ থেকে নবদম্পতিদের খাট এবং ড্রেসিং টেবিল উপহার দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, সীতানাথ ঘোষ, কবি শ্রীধর চরণ এবং নাজমুন্নেসা নূর প্রমুখ। সংস্থার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সকল নব দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। এ দিন ‘প্রতিরোধ মহিলা সমিতি’র নতুন সম্পাদিকা হিসাবে সবনম ইয়াসমিন ও প্রিয়াঙ্কা জানাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আয়োজকরা জানান ‘এই সমিতি জাতি-ধর্ম নির্বশেষে অসহায়, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকে, প্রয়োজনে মেয়েদের আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সাহায্যও করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সবুজ বাঁচাতে সেমিনার রায়দিঘিতে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দিঘি

আপনজন: বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে এবং সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ওপর সচেতন করতে রায়দিঘির সবুজ বিএড কলেজ এন্ড সবুজ প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে দুদিনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সোমবার উপস্থিত ছিলেন বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড: সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জার্মানির ইলগা বায়োটিকের প্রতিষ্ঠাতা ড: অমল মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন সচিব দিব্যেন্দু সরকার,জার্মানির শিক্ষিকা ড : ইরামগার্ড উইলেম, প্রফেসর ড: রমাকান্ত মোহালিক, ড: নবীন ঠাকুর,প্রফেসর ড: বিশ্ব রঞ্জন মিস্ত্রি, সুজয় চৌধুরী,সবুজ সংঘের সম্পাদক ও ডিরেক্টর তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য অংশুমান দাস, সবুজ বিএড কলেজ অ্যান্ড সবুজ প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশাসক অরুনাভ দাস প্রমুখ।

অকাল ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি গাজোলে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: অকাল ঝড়-বৃষ্টিতে কৃষকদের ব্যাপকভাবে ক্ষতি গাজোলের কর্কচ অঞ্চলের আহরা মাঠে গিয়ে দেখা যায় প্রচুর কৃষকের সবজি ক্ষেত মুশুরি খে ত এবং গমের সরিষা জমি ব্যাপকভাবে জলমগ্ন হয়ে আছে কৃষকরা জল বের করার চেষ্টা করছেন। চেষ্টা করেও সেভাবে সফল হচ্ছে না জল বের করতে পারছেন না। জল নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল দশা জন্য। কৃষক দেবেশ চন্দ্র রায় পশুপতি সিংহ নারায়ণ চন্দ্র রায় বলরাম রায় অধীর রায় তারা জানান এই অকাল ঝড় বৃষ্টিতে কৃষকদের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে। প্রচুর ঝড়ের কারণে ভুট্টা খেতে ক্ষতি হয়েছে এছাড়াও সবজি ক্ষেত মুশুরি গম আলু খেতে জল জমে গেছে ফলে কৃষকদের ফসলের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে। তারা ঋণ নিয়ে ফসল চাষ করেছিলেন সেই ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তারা কিভাবে সংসার চালাবেন কিভাবে ঋণ পরিশোধ করবেন চিন্তায় রাতে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই মাঠে প্রচুর ফসলের জমিতে জলমগ্ন হয়ে আছে কৃষকরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তারা সরকারিভাবে সহযোগিতার আশা প্রকাশ করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য মোস্তাক হোসেন ভবনের শিলান্যাস বহরমপুরে

ফারুক আহমেদ ● বহরমপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের নব সময়ের নব জাগরণের আধুনিক শিক্ষা প্রসারের কান্ডারি মোস্তাক হোসেন। ভাকুড়ি, বহরমপুরে ঐতিহাসিক উদ্যোগ ‘মোস্তাক হোসেন ভবন’-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা ও চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের চাবিকাঠি মেধাবীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলার মহত্তর উদ্যোগ। মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিপুত্র ‘মোস্তাক হোসেন ভবন’-এর শিলান্যাস করলেন ‘পতাকা’র সি.ই.ও. মোতাহার হোসেন ও মোস্তাক হোসেনের পুত্র সাহিল হোসেন। আল আলাম মিশন (উচ্চমাধ্যমিক), বহরমপুর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ‘পতাকা’ শিল্পগোষ্ঠীর জনাব মোতাহার হোসেন, মোস্তাক হোসেনের পুত্র সাহিল হোসেন, আল আলাম মিশনের ডিরেক্টর মাহবুব মুর্শিদ, সাংসদ আবু তাহের খান, বিধায়ক সৌমিক হোসেন, হরিহরপাড়া বিধানসভার বিধায়ক নিয়ামত আলি সেখ, ইতিহাসবেত্তা গবেষক খাজিম আহমেদ, শিক্ষাবিদ ড. মুজিবর রহমান, বিশিষ্ট আইনজীবী আবু বাক্কার সিদ্দিকী, আল আলাম মিশনের সহ সম্পাদক আব্দুল বারী প্রমুখ বিশিষ্ট জন। নতুন শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি নেওয়া শুরু হবে।
অনুষ্ঠানে মোতাহার হোসেন বলেন, ’আজ আগত গুণীজনদের আমার শ্রদ্ধা এবং প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক অনেক ভালোবাসা। এখানে আসার সময় আমার মনে পড়ছিল ২০১২ সালে এই বহরমপুরেই আল-আলাম মিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাসভার কথা। যেখানে তদানীন্তন এসপি সাহেবকে বলতে শুনেছিলাম যে, মুর্শিদাবাদের পুলিশ-কেস বা অপরাধমূলক মামলা অন্য জেলার তুলনায় বেশি এবং তিনিও তার জন্য শিক্ষার অভাবকেই দায়ী করেছিলেন। আবার এক যুগ পরে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শুনলাম এই জেলাবাসীর জীবিকার এক বড় অংশ খরচ হয়ে যায় স্বাস্থ্য এবং মামলাতে, যার জন্য তিনি শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবকে দায়ী করছিলেন। এক যুগ আগে ও পরে এই একই ধরনের মন্তব্য শুনে ভূমিপুত্র হিসাবে কষ্ট পাচ্ছি। এখানে আমি বলব একটি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুটোতেই আরও কাজ করতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে। কারণ একজন ছেলেকে শিক্ষিত করলে একজন মানুষ শিক্ষিত হয় আর একজন মেয়ে শিক্ষিত হলে একটি পরিবার শিক্ষিত হয়। আর শিক্ষিত পরিবার শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ গড়ে। তিনি বলেন, মোস্তাক হোসেন ব নিজে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন এবং অন্যদের বিশেষ করে ছাত্রসমাজকে স্বপ্ন দেখতে বলেন। তাঁর কথায় ‘স্বপ্ন দেখতে কোনও ট্যাক্স লাগে না’। আজ আল আলম যে স্বপ্ন নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের শিলান্যাস করছে তাতে মোস্তাক হোসেন সাহেব এবং তাঁর পরিবারের সহযোগিতা থাকবে। শেষে তিনি বলেন, আল-আলাম কর্তৃপক্ষকে মোস্তাক হোসেন ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা এবং দোয়া করি যেন এই প্রচেষ্টা তাড়াতাড়ি সাফল্যমন্ডিত হোক। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।’

ডিজিটাল মিডিয়া সমিতির রাজ্য সম্মেলন

সুরজীৎ আদক ● কলকাতা

আপনজন: ডিজিটাল মিডিয়া ফেডারেশনের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে। প্রসঙ্গত, বর্তমান সময়ে ডিজিটাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা বেড়েছে। তার পরেও খবর সংগ্রহ থেকে পরিবেশনে বারবার সমস্যার মুখে পড়তে হয় এই ডিজিটাল মিডিয়া গুলিকেই! উপরন্তু মূল স্রোতের মিডিয়াগুলি যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তার ছিঁটেফোঁটাও পায় না ডিজিটাল মিডিয়ার এই সংবাদ মাধ্যমগুলি।সেই জন্য একজোট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই সংগঠনের এই সম্মেলন। সম্মেলন থেকে সরকার তথা প্রতিটি রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তুলে ধরা হল সংবাদ মাধ্যম হিসাবে কাজ করার মূলগত কিছু দাবি। সেক্ষেত্রে তাঁদের আরও কোন কোন দিকে উন্নতি প্রয়োজন, তা নিয়ে সম্মেলনে আলোচনায় তুলে ধরা হল রাজ্যের শাসকদলের পক্ষ থেকেও। সম্মেলনে যে দাবিগুলি তাঁরা তুলে ধরেন তার মধ্যে অন্যতম সাংবাদিক হিসাবে ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের স্বীকৃতির দাবি। সেই সঙ্গে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সমান সুযোগ সুবিধার দাবিও তুলে ধরা হয়।এমনকি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার দাবি করেন সংগঠনের সদস্যরা। সেই সঙ্গে ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের কলকাতা প্রেস ক্লাব সহ অন্যান্য প্রেস ক্লাবগুলিতে সদস্য হিসাবে গ্রহণেরও দাবি তোলা হয়। এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ,তৃণমূলের মুখপাত্র রুজু দত্ত, অরুপ চক্রবর্তী, তৃণমূল কংগ্রেসের সোস্যাল মিডিয়ার রাজ্য সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জি, সায়ন ব্যানার্জি, মোফাকুল ইসলাম, আইএসএফ-এর নেতা বিশ্বজিত মাইতি, কংগ্রেস নেতা অশোক ভট্টাচার্য, সুমন রায় চৌধুরী, রোহন মিত্র এবং পূজা রায় চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলন সফল করতে সংগঠনের এই প্রথম সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে তিন শতাধিকেরও বেশি ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। তবে সংগঠনের এক সদস্য কমিটি গঠন সহ একাধিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তবে এবিষয়ে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি দীপক ব্যাপারি এবং সম্পাদক সাকিরুল ইসলাম জানান, ডিজিটাল মিডিয়া ফেডারেশনের প্রথম রাজ্য সম্মেলন সফল হয়েছে বহু ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিক সহ সমস্ত অতিথিদের উপস্থিতিতে।

সম্প্রীতির বার্তা ঈসালে সওয়াবে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দিঘি

আপনজন: রবিবার হুগলির বৈদ্যবাটি খালধার পির বাবার মাজার সংলগ্ন এলাকায় বাৎসরিক ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হল । বহু প্রাচীন এক মাজার আছে যার পরিচালনা করেন সেখ বাবু। সব ধর্মের মানুষ ওখানে আসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিনের ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাসুবাটি দরবারের পিরজাদা হামিদুল ইসলাম, অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবু আফজাল জিন্না, হাফেজ নুরুল ইসলাম, বৈদ্যবাটি পৌরসভার পৌর প্রধান পিন্টু মাহাতো, স্থানীয় বিধায়ক অরিন্দম গুইন প্রমুখ।। অরিন্দম গুইন বলেন, আমরা সব ধর্মের মানুষের পাশে আছি সকলের ভালবাসার টানে আপনাদের কাছে এসে উপস্থিত হতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমরা এমনভাবেই সবাই মিলে মিশে থাকতে চাই।

মালবাজারে আদিবাসী নেতৃত্ব-সাক্ষাতে নওশাদ

আপনজন: জলপাইগুড়ির মালবাজার শহরের একটি হোটেলে ডুয়ার্স তরাই এর বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বরা দেখা করলেন ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের নেতা তথা বিধানসভার বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর সাথে। ছিলেন ভারতীয় মূল নিবাসী আদিবাসী বিকাশ পরিষদের অধ্যক্ষ রাজেশ লাকড়া। ছবি: সাদ্দাম হোসেন

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে অষ্টম শ্রেণীর নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এলাকার বেশ কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে, মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে অভিযুক্তদের হাতে আক্রান্ত পিতা, ভর্তি হাসপাতালে ।
বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানা সংলগ্ন এলাকায় এক অষ্টম শ্রেণীর নাবালিকা কন্যাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার স্থানীয় এক যুবক। জানা যায় ইন্দাস থানা এলাকার এক অষ্টম শ্রেণির নাবালিকা কন্যা টিউশন পরে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় স্থানীয় কিছু যুবক তাকে উত্তক্ত করে। ঘটনার খবর পেয়ে মেয়েকে বাঁচাতে ছুটে যায় নাবালিকা কন্যার পিতা। অভিযোগ সেই সময় ওই যুবকরা তার বাবাকে ব্যাপক মারধর করে। ঘটনা গুরুতর আহত হয় নাবালিকা কন্যার ওই পিতা। তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয়, বর্ধমান হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তি। এরপর ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় ইন্দাস থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ইন্দাস থানার পুলিশ পক্সো আইনে মামলার রুজু করে স্থানীয় এক যুবককে গ্রেফতার করে। আজ অভিযুক্ত কে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে ইন্দাস থানার পুলিশ।
ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

শতবর্ষ পালন সেখদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘীর সেখদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের শত বর্ষ উদযাপন ঘিরে জমজমাট আয়োজন।
২৪শে ফেব্রুয়ারী সোমবার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক মূলক নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় শতবার্ষিকী উৎসব। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়। শতবর্ষ উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন ছাত্র ড. মোজাম্মেল হক। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিজন মন্ডল জানান, আমরা শতবর্ষ উদযাপন করতে পেরেছি যা আমাদের কাছে ভীষণ গর্বের। উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান, অধ্যাপক সপ্তর্ষি সাহা, সামিয়াত আলী, প্রমুখ। স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো ।

ঘুটিয়ারি শরীফে রক্তদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

হাসিবুর রহমান ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারি শরীফ আদর্শ পল্লী প্রগতি সংকেত উদ্যোগে সারাদিন ধরে চলে রক্তদান শিবির এই রক্তদান শিবিরে মহিলা সহ পুরুষদের রক্তদানে ছিল চোখে পড়ার মত। রক্তদান শেষে চলে অঙ্কন প্রতিযোগিতা কবিতা আবৃত্তি শিল্পীদের নিয়ে গান নাটক সহ একাধিক কালচারাল প্রোগ্রাম সেই সঙ্গে সন্ধ্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ফারাজ আলী নামে ঘুটিয়ারি শরীফ পুলিশ ফাড়ির এক শিভিক ভলেন্টিয়ার ফারাজ আলী কয়েকদিন আগে পথ চলতি এক অসুস্থ মহিলাকে টেন আসার পাক মুহূর্ত রেল লাইনে পড়ে যায় ওই মহিলা কে। জীবনের বাজি রেখে ফারাজ আলী সেই মহিলাকে বাঁচায় একেবারে চমকে দিয়েছে কয়েক হাজার মানুষকে তারা বলে তুমি কি পাগল তুমি তো মরে যেতে পারতে। ফারাজ জালি সেদিন বলেছিল আমি তো মরে যাওয়ার জন্য জন্মেছি কিন্তু ওই মহিলা তো কারোর মা আমার চোখের সামনে দেখে আমি না থাকতে পেরে জীবনের বাজি রেখে রেললাইন থেকে উদ্ধার করি এটা আমার দায়িত্ব বলে মনে করি
ঘুটিয়ারি শরীফ আদর্শ পল্লী প্রগতি সংঘের উদ্যোগে সংবর্ধিত করলেন সংবর্ধনা পেয়ে ফারাজ খুবই আনন্দিত । উপস্থিত ছিলেন ঘুটিয়ারি শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ সুকুমার রুইদাস প্রতাপ নস্কর নারায়ন নস্কর বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক লিটন রাকিব সমাজসেবক রাজু ডাক্তার এবং রোজ হেভেন স্কুলের কর্ণধর মঞ্জু লস্কর সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শতদল মন্ডল।

‘ফাইলেরিয়া মুক্ত অভিযান’ কর্মসূচি শুরু

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ফাইলেরিয়া মুক্ত অভিযান কর্মসূচি ২৪ শে ফেব্রুয়ারী সোমবার থেকে শুরু হল ফাইলেরিয়া মুক্তি অভিযান কর্মসূচি। জানা যায় বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার মধ্যে রাজনগর, খয়রাসোল, দুবরাজপুর ও সিউড়ি -১ নম্বর ব্লক এলাকায় এই কর্মসূচি চলবে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত।এই উপলক্ষে সোমবার চারটি ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই পৃথক পৃথক ভাবে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণ ঔষধ সেবন করা হয় এবং ফাইলেরিয়া মুক্ত অভিযানের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেন উপস্থিত ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ বিভিন্ন আধিকারিক গন।

সঞ্জীবনী নার্সিংহোমের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

সেখ আব্দুল আজিম ● শিয়াখালা

আপনজন: হুগলি জেলার শিয়াখালা সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিংহোমের বার্ষিক সাধারণ অনুষ্ঠান স্মারক সম্মান মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শিয়াখলার একটি বেসরকারি আবাসনে। প্রায় কয়েক শত মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সঞ্জীবনী নার্সিংহোমের কর্ণধার কাজী হেদায়েতুল্লাহ ও সেখ মোর্তজা উপস্থিত মানুষদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দীর্ঘ ১২ বৎসর যাবৎ এতদ এলাকার মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে চলেছে শিয়াখালা সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিংহোম। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন হাফেজ কারী সৈয়দ আব্দুল্লাহ। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয় সমাজের বিশিষ্ট গুনীজন ব্যক্তিদের।সঞ্জীবনী নার্সিংহোমের তরফ এদিন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে মানুষজনদের জন্য। পাশাপাশি সাংবাদিকদের সম্মান প্রদান করা হয়।

ব্যালন ডি'অরের পথে সালাহ, প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পথে লিভারপুল

আপনজন ডেস্ক: গত মৌসুমেও ম্যানচেস্টার সিটি-লিভারপুল ম্যাচ মানেই ছিল অন্য রকম এক উত্তেজনা। কিন্তু এবার সিটির মাঠে প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ নিয়েই তেমন কোনো উত্তাপই দেখা গেল না। চলতি মৌসুমের দুই দলের ব্যবধান এত বেশি যে উত্তেজনা সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। মাঠের বাইরের এই চিত্রের প্রতিফলন দেখা গেছে মাঠের খেলাতেও।

সিটির মাঠে শীর্ষে থাকা লিভারপুল পেয়েছে ২-০ গোলের জয়। এ জয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে গেল লিভারপুল। লিগে এখন লিভারপুলের বাকি আছে ১১ ম্যাচ। অতিনাটকীয় কিছু না হলে লিভারপুলের লিগ শিরোপা জয় এখন অনেকটাই নিশ্চিত।

নিজেদের জয়ের পাশাপাশি আগের ম্যাচে আর্সেনালের হারও এ পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে লিভারপুলকে। বর্তমানে ২৭ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৬৪, আর ২৬ ম্যাচে আর্সেনালের ৫৩। প্রিমিয়ার লিগে শিরোপার লাগাম নিজেদের কাছে রাখা লিভারপুল উঠেছে লিগ কাপের ফাইনালে। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগেও শীর্ষে থেকে শেষ ষোলোয় পৌঁছেছে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি এবং এখানেও অন্যতম ফেবারিট তারা। এখন মৌসুম শেষে এই তিন শিরোপা নিজেদের করে নিতে পারলে ব্যালন ডি'অর জয়ের সুযোগ আছে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা লিভারপুল ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহর। চলতি মৌসুমে লিগে এখন পর্যন্ত ২৫ গোলের পাশাপাশি ১৬টি অ্যাসিস্ট করেছেন সালাহ। আর সব মিলিয়ে ৩৮ ম্যাচে ৩০ গোল এবং ২১ অ্যাসিস্ট করেছেন এই মিসরীয় তারকা। মূলত তাঁর কাঁধে ভর করেই এবার ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন দেখছে লিভারপুল। পাশাপাশি এই পথে বেশ কিছু রেকর্ডও গুঁড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

সালাহর কিছু রেকর্ড

১. প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে দুটি আলাদা মৌসুমে ৪০-এর বেশি গোলে অবদান রেখেছেন। ২. ২০২৪-২৫ মৌসুমে ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে সরাসরি ৫০ গোলে অবদান রেখেছেন সালাহ। ৩. এ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে ১১ ম্যাচে গোল এবং অ্যাসিস্ট করেছেন সালাহ।

সেঞ্চুরিতে দশে দশ কোহলির, এমন কিছু নেই আর কারও

আপনজন ডেস্ক: ২০০৮ সালে ওয়ানডে অভিষেক বিরাট কোহলির। সেই কোহলি সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথমবার ওয়ানডে খেললেন চলমান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেই। ভারতীয় ব্যাটসম্যান দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে দারুণ একটি কীর্তিও গড়েছেন। কীর্তিটা যত দেশে ওয়ানডে খেলেছে তত দেশে সেঞ্চুরি করার। কাল পাকিস্তানের বিপক্ষে পাওয়া সেঞ্চুরিটা এই সংস্করণে কোহলির ৫১তম। ৫০তম সেঞ্চুরিটা করে ২০২৩ সালেই শচীন টেন্ডুলকারের ৪৯ সেঞ্চুরির রেকর্ড কেড়েছিলেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। ওয়ানডে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক এ পর্যন্ত ওয়ানডে খেলেছেন ১০টি দেশে। এই দশ দেশেই অন্তত একবার তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন কোহলি। একাধিক দেশে যাঁরা ওয়ানডে খেলেছে তাঁদের আর কারওরই সব দেশে সেঞ্চুরি নেই। ভারত, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাত–কোহলি এ পর্যন্ত ওয়ানডে খেলেছে এই দশ দেশে। ২০০৯ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরির দেখা পাওয়া কোহলি দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি পেয়েছিলেন বাংলাদেশের মিরপুরে ২০১০ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে। এরপর ইংল্যান্ড (২০১১), অস্ট্রেলিয়া (২০১২), শ্রীলঙ্কা (২০১২), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০১৩), জিম্বাবুয়ে (২০১৩) নিউজিল্যান্ড (২০১৪) ও দক্ষিণ আফ্রিকায় (২০১৮) সেঞ্চুরি পেয়ে নয়ে নয় বানিয়েছিলেন কোহলি। দশে দশ যে দুবাইয়ে হলো সেটি তো আগেই বলা হয়েছে।

কোহলি ছাড়া ১০ বার এর বেশি দেশে ওয়ানডে সেঞ্চুরি আছে তিনজনের। তবে সনাৎ জয়াসুরিয়া, শচীন টেন্ডুলকার ও ক্রিস গেইলরা ম্যাচ খেলেছেন আরও বেশি দেশে।

ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি দেশে সেঞ্চুরি

ব্যাটসম্যান	দল	কত দেশে খেলেছেন	কত দেশে সেঞ্চুরি
সনাৎ জয়াসুরিয়া	শ্রীলঙ্কা	১৫	১২
শচীন টেন্ডুলকার	ভারত	১৬	১২
ক্রিস গেইল	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৫	১০
বিরাট কোহলি	ভারত	১০	১০

মোহনবাগান আইএসএল-এ নতুন ইতিহাস গড়ল

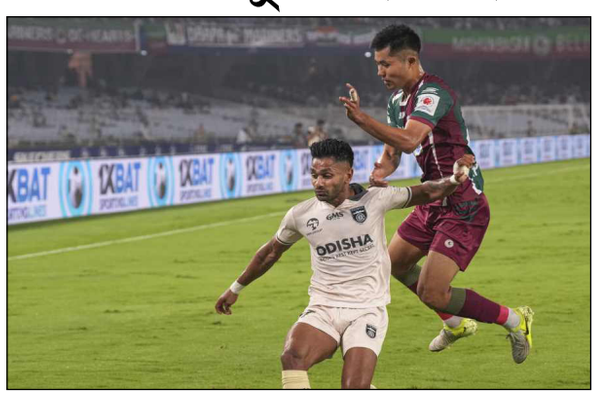

আপনজন ডেস্ক: ইতিহাসের পাতায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস এর অনবদ্য জয়, যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে মোহনবাগান ও তার ফ্যানেদের মধ্যে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ইতিহাসে আর এক নতুন খেতাব সৃষ্টি করল মোহনবাগান। রবিবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস ওড়িশা এফসির বিপক্ষে ১-০ গোলে জয় পেয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে শিরোপা ধরে রেখেছে।

মোহনবাগান এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এও জায়গা করে নিয়েছে আইএসএল শিল্ড জয়ের মাধ্যমে, যেটি কিনা মহাদেশের দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। তাদের ২২তম লীগ খেলায় জয়ের পর, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৫২ পয়েন্ট অর্জন করেছে এবং দুটি ম্যাচ বাকি থাকতেই শিল্ড উইনার হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, এফসি গোয়া, ২১টি ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে এবং তারা তাদের বাকি তিনটি ম্যাচ জিতলেও মোহনবাগানকে ধরতে পারবে না। মোহনবাগান ২০২৩-২৪ মৌসুমের লীগ, শিল্ড ৫০ পয়েন্ট নিয়ে জিতেছিল।

বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখালেন মদরিচ

আপনজন ডেস্ক: বয়সের কোটা ৩৯ পেরিয়েছে মাসখানেক আগেই। এই বয়সে অধিকাংশ ফুটবলারই তল্পিতল্পা গুছিয়ে ফেলেন। কিন্তু লুকা মদরিচ এখনও ব্যস্ত তার পায়ের জাদু দেখাতে। রোববার ঘরের মাঠে ডি বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে দারুণ এক গোল করেন এই রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার। পরে ভিনিসিয়ুসের আরেক গোলে স্প্যানিশ লা লিগায় জিরোনার বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় তুলে নেয় অল হোয়াইটরা। রিয়াল বস কার্লো আনচেলোত্তিও প্রশংসায় পঞ্চমুখ তার ক্রোয়াট শিষ্যকে নিয়ে। ইএসপিএনের মতে, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে ম্যাচের ৪১তম মিনিটে করা মদরিচের গোলটি ছিল ২৯.৪ গজ দূর থেকে। তার লম্বা ক্যারিয়ারের এটিই সবচেয়ে দূর থেকে করা গোল। সেটি ছিল দেখার মতো। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগোর কর্নার ফিরিয়ে দেন জিরোনার ডেভিড লোপেজ। বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে বল পেয়ে যান মদরিচ। উড়ে আসা বল বুক দিয়ে নামিয়ে ভলি থেকে ডান পায়ে নিলেন জোরালো এক শট। কিছুই করার ছিল না গোলকিপার পাউলো গাজানিগার। গোলপোস্টের ডানপ্রান্তে উড়ে গিয়েও আটকাতে পারলেন না বল। ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে এসে এখন আর নিয়মিত শুরু করতে পারেন না একাদশে। মাঠেও নামা হয়না অনেক ম্যাচে। তবুও মদরিচ দেখালেন, বয়স যতই বাড়ছে তার পায়ের ধারটাও আরও বাড়ছে। কচিকাঁচাদের জন্য নিয়মিত সুযোগ না পেলেও এখনও দলে অবদান রাখতে পারেন আগের মতোই। আর সে কারণেই চলতি মৌসুমে তাকে নতুন চুক্তি দেয় রিয়াল। সামনের মৌসুমেও তাকে সাদা জার্সিতে দেখা যাবে কি না তা সময়ই বলে দেবে। তবে কার্লো আনচেলোত্তি বরাবরের মতোই খুশি তার শিষ্যকে নিয়ে। রিয়াল বস বলেন, 'ফুটবলের জন্য মদরিচ একটি উপহার। সে যতদিন মনে করে ততদিনই খেলে যাওয়া উচিত। সে যেটাই করুক না কেন, সবসময় ভালো কিছুই করে। ফুটবল ও রিয়াল মাদ্রিদ, আমরা তার মতো একজন কিংবদন্তিকে পেয়ে সৌভাগ্যবান। গুরুত্ব, মান ও পেশাদারিত্ব দিয়ে সে সত্যিকারের এক উপহার।' অন্যদিকে পা মাটিতেই রাখছেন মদরিচ। তার কাছে বরাবরের মতো দলই সবার আগে। তিনি বলেন, 'এটিই আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে দর্শনীয় গোল কি না জানি না। তবে এটি ভালো গোল ছিল। বার্নাব্যুয়ে গোল করা সবসময়ই বিশেষ কিছু। সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোয় ফুটে উঠেছে যে আমারা ভালো অবস্থানে আছি। এটি ধরে রাখতে হবে এবং চালিয়ে যেতে হবে। আমি মনে করি দল হিসেবে আমাদের আরও ভালো করার সুযোগ আছে।'

এদিনের জয়ে ২৫ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে লস ব্লাঙ্কোসরা। সমপরিমাণ ম্যাচে শীর্ষে থাকা বার্সার পয়েন্টও সমান। তবে গোল ব্যাবধানে (১১) এগিয়ে থেকে সবার ওপরে জায়গা করে রেখেছে হান্সি ফ্লিকের দল।

পান্ডিয়ার হাতের ঘড়ির দাম জানেন? মাত্র ৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকা

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের পর পাকিস্তান–দুই দলকেই অনায়াসে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। দুবাইয়ে কাল অপরাজিত সেঞ্চুরিতে বিরাট কোহলি দলকে জেতালেও বল হাতে বড় অবদান রেখেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। প্রথমে বাবর আজমকে ফিরিয়ে ভেঙেছেন পাকিস্তানের উদ্বোধনী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উইকেটটা নিয়েছেন এরপর। শিকার করেছেন সর্বোচ্চ ৬২ রান করা সৌদ শাকিলকে, যা পাকিস্তানকে অল্পতে বেঁধে ফেলতে সাহায্য করেছে। তবে পান্ডিয়া কাল থেকে আলোচনায় অন্য কারণে। বোলিং করার সময়, বিশেষ উইকেট উদ্‌যাপনের সময় তাঁর হাতে একটি ঘড়ি দেখা যায়, যা অনেকের নজরে এসেছে। নেট দুনিয়ার এ নিয়ে শোরগোলও চলছে। কারণ, ঘড়িটি খুবই দামি এবং দুর্লভ। ভারতের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পান্ডিয়া কাল যে ঘড়ি পরে বল করেছেন, সেটি সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত ব্র্যান্ড রিশা মিলের। আরএম ২৭-০২ মডেলের এই ঘড়ির দাম ৮ লাখ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মুদ্রায় যা ৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। বিশ্বে এমন ঘড়ি মাত্র ৫০টি আছে। সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির এই ঘড়ি মূলত টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদালের জন্য নকশা করা হয়েছিল। এটি বানানো হয়েছে গাড়ির চেসিস দিয়ে। গত বছরের নভেম্বরে খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় বলে দিয়েছেন নাদাল। ক্লে কোর্টের রাজা হওয়ায় তাঁর ঘড়ির ফিতায় শোভা পেয়েছে 'ক্লে কালার'। ঘড়িতে কেসব্যান্ড এবং বেসপ্লেট একসঙ্গে জুড়ে তৈরি হয়েছে। এর ফলে দুটি উপাদান আলাদা করে রাখার দরকার হয়নি। বেসপ্লেট তৈরি করা হয়েছে গ্রেড-৫ টাইটেনিয়াম দিয়ে। ঘড়িতে নীলকান্তমণি স্ফটিকের সঙ্গে কার্বন ফাইবারের সংমিশ্রণও আছে। কালকের ভিআইপি গ্যালারিতে বসে ম্যাচটি উপভোগ করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ গায়িকা ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব জেসমিন ওয়ালিয়া। উইকেট পাওয়ার পর পান্ডিয়াকে উদ্দেশ্য করে জেসমিনকে উড়ন্ত চুম্বন দিতে দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সার্বিয়ান মডেল ও নৃত্যশিল্পী নাতাশা স্তানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এই জেসমিনের সঙ্গে প্রেম করছেন পান্ডিয়া।

হারপুরে ফুটবল ফাইনাল

সেখ সিরাজ ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার ধনিয়াখালি থানার হারপুর তরুণ সংঘ ও হারপুর ফুটবল অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ২৩শে ফেব্রুয়ারি অনূর্ধ্ব ১৩ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ১৭ বৎসর ফুটবল প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।অনুর্ধ ১৩ বৎসর দলের ফাইনালে জয়ী হয় হারপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি এবং বিজিত হয় জৌগ্রাম কোচিং সেন্টার। অনুর্ধ ১৭ বৎসর দলের ফাইনালেও বিজয়ী হয় হারপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি এবং বিজিত হয় পান্ডুয়া দাবড়া ফুটবল অ্যাকাডেমি। দুই দলই ভালো খেলেছে। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সাংবাদিক নৌশাদ মল্লিক গ্রামবাংলার ফুটবল খেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।তিনি হারপুর ফুটবল অ্যাকাডেমির কোচ স্বরূপ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মহামেডান ফুটবল দলের জুনিয়র বিভাগের প্রাক্তন কোচ অরূপ সরকার এবং ক্রীড়ামোদী লালমোহন সিংহ বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হারপুর ফুটবল অ্যাকাডেমির সম্পাদক তথা কোচ স্বরূপ সরকার।

৫০০ দিন পর নেইমারের অবিশ্বাস্য অলিম্পিক গোল

আপনজন: গতকাল রাতের আগে নেইমার শেষ কবে কোনো ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন? দিন হিসাব করে কেউ যদি পেছনের দিকে যেতে থাকেন, তাহলে হয়তো হতাশ হয়ে অর্ধেকেই থেমে যেতে হবে।

ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো' অবশ্য সেই হতাশাজনক কাজটিই করেছে এবং হিসাব করে রোববার রাতের আগে নেইমারের সর্বশেষ ৯০ মিনিট খেলার দিন-তারিখও বের করেছে। সংবাদমাধ্যমটির হিসাবে নেইমার সর্বশেষ ৯০ মিনিট খেলেছেন ২০২৩ সালের ১২ অক্টোবর। সেদিন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্র ম্যাচে শেষবারের মতো পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন নেইমার। অর্থাৎ রোববার নেইমারের সর্বশেষ ৯০ মিনিট খেলার ৫০০ দিন পূর্ণ হয়েছিল।

অভিষেক ব্যানার্জী কাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত

রহমতুল্লাহ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাগরদিঘী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় ও ব্লক সভাপতি নূরে মেহেবুব আলামের পরিচালনায়, অভিষেক ব্যানার্জি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল খেলা সম্পন্ন হল সাগরদিঘীর মোরগ্রাম লালমাটি ময়দানে, শনিবার শুরু হয় খেলা শেষ হয় সোমবার। এদিন সাগরদিঘী এম.আর.এস. গুঁড়ো মসলা এবং পাঁচগ্রাম একাদশ দলের মধ্যে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই এর মধ্য দিয়ে পাঁচগ্রাম একাদশ দলকে হারিয়ে জয় লাভ করেন এম.আর. এস. গুঁড়ো মসলা।

তিন দিনব্যাপী টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয় মোরগ্রাম লালমাটি ময়দানে। এদিন প্রথম প্রাইজ ট্রফিসহ ১ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় প্রাইজ ৭০ হাজার টাকা তুলেদেন।

এদিন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নূরে মেহেবুব আলম জানান তিন দিন ব্যাপী সাগরদিঘীর মাটিতে ঐতিহাসিক অভিষেক ব্যানার্জি কাপ টুর্নামেন্টে আমরা ব্যাপক সাড়া পেলাম যা সাগরদিঘীর মাটিতে দেখিনি।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কোহিনুর মজুমদার, সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান, অধ্যাপক সপ্তর্ষি সাহা, ভারতী হাঁসদা, এনায়েতুল্লাহ, খাতুন প্রমুখ।

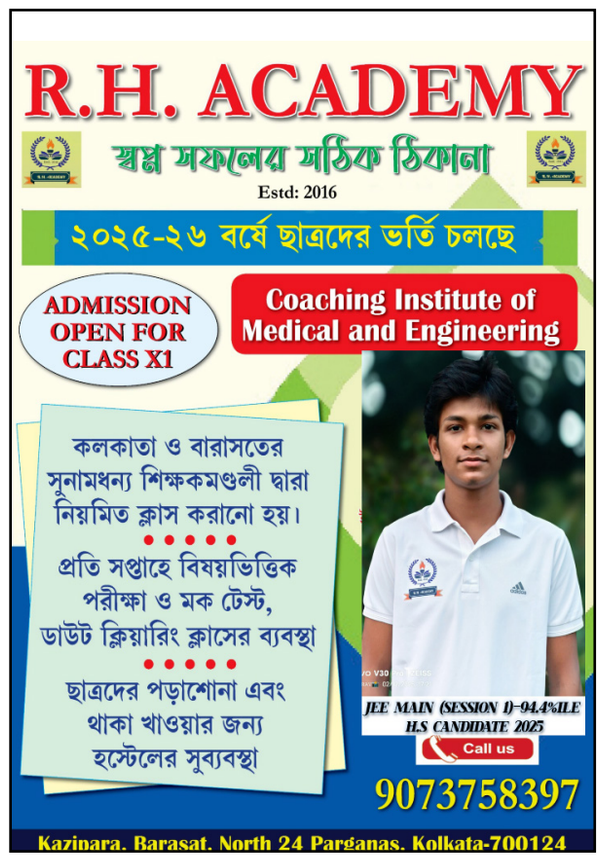

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Hawue, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Hawue**